

# মৃতদের জন্য জীবিতদের করণীয়

আল্লামা আবু মুহাম্মদ 'আলীমুদ্দীন (রহ.)



আল্লামা  
'আলীমুদ্দীন  
একাডেমী



# মৃতদের জন্য জীবিতদের করণীয়

(মৃতের নামে সিওম, চেহলাম, কুলখানি, কালিমাখানি,  
খতম ইত্যাদি মূল উৎসের বর্ণনা)

আল্লামা আবু মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহ.)

সম্পাদনা :

আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ



আল্লামা 'আলীমুদ্দীন একাডেমী

প্রকাশক :

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ

২৫৭, পশ্চিম ধানমণ্ডি

রোড- ১৯ (পুরাতন), ঢাকা-১২০৯

মোবাইল : ০১৭১২-৮৮৯৯৮০

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৯০ ইসায়ী

সপ্তম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১২ ইসায়ী

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রাপ্তিস্থান :

আল্লামা 'আলীমুদ্দীন একাডেমী

৯০ হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮১২৫৮৮৮, মোবাঃ ০১৭২৬-৬৪৪০৬৭, ০১৭১২-৮৮৯৯৮০

কম্পিউটার : ইউনিক কম্পিউটার্স

৮৯/৩ হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল,

ঢাকা-১১০০, মোবাইল : ০১১৯৯-৫৬৭৩৭০

মূল্য : ৮০/- (আশি টাকা)

---

MRITODER JONNO JIBITODER KORONEYO BY Allama Abu  
Muhammad Alimuddin (Rh.) & Published by Abu Abdullah Muhammad.  
Fax & Phone : 0088-02-8125888 (R), 01712-889980 (M). Price : Taka 80/-

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نُسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

“হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেমন শুরূদায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সমুদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত কর।”

(সূরা আল-বাকারাহ ২ : ২৮৬)



# সূচীপত্র

নিবেদন .....	৬
ভূমিকা .....	১০
মানুষের বিপদকালের তিনটি বন্ধু .....	১৩
মৃতদের জন্য জীবিতদের করণীয় .....	১৫
জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করার ফাযীলাত .....	১৮
মৃত ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করে গুণাবলী উল্লেখ করা .....	১৮
জানাযার নামাযে পঠিত অতি গুরুত্বপূর্ণ দু'আ .....	১৯
কবরে দাফনকালে করণীয় .....	২১
কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় .....	২৩
আসন্ন মৃত ব্যক্তির নিকট এবং মৃত্যুর পর, দাফন শেষে কবরের পার্শ্বে কুরআন তিলাওয়াত করা .....	২৫
মাযহাবের বেনামীতে আর এক বিদ'আত .....	৩০
মৃত্যুর পর মানুষ কোন্ কোন্ কাজের জন্য উপকৃত হবে .....	৩৩
সিওম চেহলাম ও ফাতিহাখানি সম্পর্কে আলোচনা .....	৩৮
সিওম চেহলামের খানা-পিনায় ইসলামী অর্থনীতির অপচয় .....	৪৪
কবর পাকা করা এবং তাতে লিখা হারাম .....	৪৮
ঈদাইন, ১০ মুহাররাম এবং ১৫ শা'বান রাতে মৃতের নামে ফাতিহাখানি সম্পর্কে আলোচনা .....	৫১
মৃতের নামে কুরবানী করতঃ ঈসালে সাওয়াব করার বর্ণনা .....	৫৫
'আলী (রাযি.) রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে কুরবানী করার জন্য বিশেষভাবে ওয়াসীয়াতপ্রাপ্ত- কথাটির আলোচনা .....	৫৬
পিতা-মাতার কবর যিয়ারাত প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসের আলোচনা .....	৬২
কবর যিয়ারাত প্রসঙ্গ .....	৬৪
কবরের পার্শ্বে মৃতদের জন্য দু'আ করার নিয়ম .....	৬৬
পিতা-মাতার জন্য দু'আ .....	৬৭
আল্লামা আবু মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী .....	৬৮

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## নিবেদন

প্রশংসা জগৎসমূহের একমাত্র প্রতিপালক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য নিবেদিত। আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করি এবং তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পথের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরুদ ও সালাম।

২০০১ সালে ১৩ জুন আমার শ্রদ্ধেয় পিতা আল্লামা আবু মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহ.) ইন্তেকাল করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি দীনী 'ইল্ম চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর ইন্তিকালে দীনের 'ইল্ম জগতের এক প্রদীপ নিভে যায়।

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾

“হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মু'মিনগণকে ক্ষমা কর।”

(সূরা ইবরাহীম ১৪ : ৪১)

আজ ষষ্ঠ সংস্করণের প্রকাশনা উপলক্ষে কিছু কথা লিখতে বসে অনেক কথা মনে পড়ছে। শাশ্বত চিরন্তন সত্য- “জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে”। পৃথিবীর বুকে আমরা যারা বিচরণ করছি, ক'জনই বা সে কথা এতটুকু স্মরণ করি। সর্বত্র আজ ক্ষমতার অহংকার, নির্বিচারে মিথ্যাবাদীদের সদস্ত পদচারণা, অসততা নীতিহীনতার সিংহাসনে সমাসীন হয়ে ভ্রষ্টতার অশৈ পাকে ডুবছে; তবুও তাদের মুখেই আদল-ইনসাফ ও নীতির খই ফোটে। সংকীর্ণতা, হীনমন্যতা, হিংসা আর বিদ্বেষের বিষবাস্প আজ বাতাসকে অসহনীয়ভাবে দুর্বিসহ করে তুলেছে। যেন নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। আজ সত্য ও সুন্দরকে কালো চাদরে মুড়ে দিয়েছে।

ফির'আওনের উত্তরসূরী এ মিথ্যাশ্রয়ীদের অহংকারের পতাকা আজ পতপত করে উড়ছে।

আজ সত্যিকার অর্থে মু'মিন মুসলিমের বড়ই অভাব। প্রায় সর্বত্রই চাটুকার, মুনাফিক ও মিথ্যুকদের রাজত্ব সর্বত্র কায়িম হয়েছে। তাই মু'মিনদের জন্য দুনিয়াটা এখন বড় দুঃসহ-সংকীর্ণ স্থান। আল্লাহর দ্ব্যর্থহীন সতর্কবাণী আমরা কি একটুও অনুভব করি :

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার সতর্ক বাণী :

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾

“তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি। তুমি কি তাদের কাউকেও দেখতে পাও অথবা ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাও?”

(সূরা মারইয়াম ১৯ : ৯৮)

ক্ষণস্থায়ী জীবনের অষ্টোপাশে আবদ্ধ হয়ে মানুষ কি একটুও চিন্তা করে না- আজ-কাল না হয় দু'দিন পর মৃত্যুর পরওয়ানা ঘরের দরজার সামনে আসবেই। সেদিন কোথায় আশ্রয় নিবে? কোন্ গুহায়, কোন্ অট্টালিকায় পালিয়ে বাঁচবে? না সেতো কোন দিনই সম্ভব নয়! আমাদের দৃষ্টিশক্তির উপর এক কালো পর্দা পড়ে গেছে। চিন্তা চেতনা অনুভূতির উপর ভারী এক নিকষ কালো পাথর আমাদের নামাতে নামাতে জাহান্নামের শেষ প্রান্তের দিকে ক্রমশঃ নিয়ে যাচ্ছে।

তাই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন :

﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾

“বস্তুত চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হয়েছে বক্ষঃস্থিত হৃদয়।”

(সূরা হাজ্জ ২২ : ৪৬)

মানুষের মৃত্যুর সময় তো নির্ধারিত হয়েই আছে। কবরের ছোট ঘরে একদিন আশ্রয় নিতে হবে। কি নিয়ে সেই ঘরে যাব? কি আমার পাথেয়? কোন্ মুখ নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াব? প্রতি নামায়েই বলি- “আল্লাহ! আমাদেরকে সরল ও সঠিক পথে পরিচালিত কর।” সে পথ কোন্টি? সেই

পথ হল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পথের নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবী রাযিয়াল্লাহুগণ যে পথ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন। সেই পথিকগণই ছিলেন সঠিক পথের পথিক।

﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

“আমি তো সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।” (সূরা নূর ২৪ : ৪৬)

আজ আমরা অধিকাংশই পথহারা। আমাদের চিন্তা চেতনা অনুভূতি এমনই ভোতা-অর্থহীন হয়ে গেছে যে, চোখে দেখেও দেখি না, বুঝেও যেন না বুঝার ভান করি। বুকের ভিতর আল্লাহর সেই অমোঘ সীলমোহর সঁটে আছে।

আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লাহ বলেন :

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمَعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾

“তারাই তারা, আল্লাহ যাদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষু মোহর করে দিয়েছেন এবং তারাই গাফিল।” (সূরা নাহল ১৬ : ১০৮)

আর মাত্র কিছুটা সময় বাকী ঐ সামনেই তো মৃত্যুদূত অপেক্ষা করছে। তখন কোথায় যাবে আমাদের এ দু’দিনের ক্ষমতার অহংকার? কোথায় যাবে অর্থের দাপট আর মিথ্যার? একমাত্র সাদা কাপড়ের কাফনই হবে সেদিনের একান্ত সঙ্গী। যে কাফনের কোন পকেট নেই শুধু ‘আমালের খাতা তার একমাত্র সঙ্গী। হায়! বড় নিঃসঙ্গ অসহায় সে জীবন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার প্রতিশ্রুত বাণী আমাদের প্রশান্তির একমাত্র উৎস :

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾

“যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে দয়াময় অবশ্যই তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালবাসা।” (সূরা মারইয়াম ১৯ : ৯৬)



হে দয়াময় আল্লাহ! আমার হৃদয়কে তোমার প্রতি একনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত কর যেন দীনের পথে দৃঢ়চিহ্ন থাকতে পারি, তোমার প্রতি ভয় ও ভালবাসা এবং একমাত্র শুধু তোমার প্রতিই অনুপ্রাণিত হয়। আমাদের হৃদয়ের মন্দ স্বভাব দূরীভূত করে খারাপ 'আমল থেকে রক্ষা কর। আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলের গাফিলতি দূর করে দাও। আমাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসারী করো না। আর কখনো যেন সীমা অতিক্রম না করি। কিয়ামাতের দিন আমাদের আশাহত করো না, সারা জীবন বুক ভরা আশা নিয়ে কিয়ামাতের দিন যেন খালি হাতে উঠতে না হয়।

হে রাব্বুল 'আলামীন! আমাদের প্রতি দয়া কর। একমাত্র তুমিই উত্তম সাহায্যকারী, তোমার নিকটই আমরা একমাত্র সাহায্য প্রত্যাশী।

হে রাব্বুল 'আলামীন! তুমি তো দু'আ শ্রবণকারী এবং সমস্ত আকাঙ্ক্ষার একমাত্র কেন্দ্রস্থল। সুতরাং আমাদের দু'আ কবুল কর। আমীন!

পরিশেষে দয়াময় আল্লাহর কাছে ঐকান্তিক প্রার্থনা “মৃতদের জন্য জীবিতদের করণীয়” পুস্তিকা পাঠে আমাদের চিন্তা-চেতনার জগতে সামান্যতম পরিবর্তন হলেও জানব, আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে।

হে রাব্বুল 'আলামীন! আমাদেরকে তোমার সিরাতে মুস্তাকীমের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত কর এবং তোমার কাছে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু নসীব কর। আমীন!

মহান ও মহীয়ান আল্লাহর নিকট ঐকান্তিক ভালবাসার প্রত্যাশায় !

﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾

“হে প্রশান্ত রূহ! প্রফুল্ল চিত্তে স্বীয় পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তন কর।”

(সূরা ফাজ্র ৮৯ : ২৭-২৮)

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ

উপ-রেজিস্ট্রার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## ভূমিকা

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى  
خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ عَبْدُهُ وَرَسُولِهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَتْبَاعِهِ أَجْمَعِينَ

আম্মা বা'দু : এ দৃশ্যমান হাসি-কান্নাময় জগতের অন্তরালে এক প্রচ্ছন্ন অনির্বাচনীয় জগত বিরাজ করছে। মানুষ তার জীবদেহে নানা প্রকারের সীমাবদ্ধতা নিয়ে ক্ষণস্থায়ী এই পৃথিবীতে বসবাস করছে। সে এক মহাশক্তির বেষ্টনে কারারুদ্ধের ন্যায় আবদ্ধ হয়ে আছে। তার চক্ষুর আড়ালে এই দৃশ্যমান জগতের মধ্যে কোথায় কি সংঘটিত হচ্ছে তার সন্ধান সে কোনক্রমেই পায় না, যতক্ষণ না তাকে সে সন্ধান দেয়া হয়। পৃথিবীর বুকে অসংখ্য পর্বতমালা। মানুষ তার দৃশ্যমান দৃষ্টি দ্বারা সামনের পর্বতের একাংশ দর্শন করলেও অপর অংশে তার দৃষ্টি পৌঁছায় না। এই দৃশ্য, পার্থিব জগতে সংঘটিত অসংখ্য ঘটনার অবগতি মানুষের জ্ঞানের আয়ত্তের বহির্ভূত ব্যাপার। অথচ সে এ জগতে বসবাসকারী একজন মানুষ। তার আয়ু কখন নিঃশেষ হবে, কোন্ স্থানে পৌঁছে কি অবস্থায় তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ হবে তা যেমন সে আদৌ অবগত নয়, অনুরূপ তার মৃত্যুর পর সংঘটিত ঘটনাসমূহ এ পৃথিবীর মানুষের সম্পূর্ণ অজানা বিষয়। পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় মানুষ যদি তার আত্মীয়-স্বজন ও পরিবার-পরিজন হতে দূর দেশে অবস্থান করে তাহলে পরস্পরের নিকট একে অপরের সংঘটিত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকে। দুঃখ-কষ্ট রোগাশ্রম বিপদাপদ ইত্যাদি অবস্থায় একে অপর সম্পর্কে অজানা থাকায় সে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে

একে অপরকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে ব্যর্থ হয়, যদিও তারা এক রাজ্যেই বসবাসকারী হয়। আর যদি কেউ পররাজ্যে অবস্থানকারী হয় যেমন ৪ বর্তমানে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ সে ক্ষেত্রে স্বৈচ্ছায় স্বাধীনভাবে মানুষ তার প্রাণের একান্ত ভালবাসার মানুষকে সাহায্য পৌছাতে অপারগ থাকে। কারণ অপর দেশের নিয়ম কানুনের অনুসরণ ছাড়া তাকে সাহায্য পৌছানো সম্ভব নয়। সীমান্ত প্রহরীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন অথবা চোরাই পথে গমনাগমন এ জগতে চললেও মৃত্যুর পর কবরের জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক। সে জগতের সাথে যোগাযোগের ব্যাপারে পৃথিবীর মানুষের আজও কোন স্টেশন স্থাপিত হয়নি। টেলিফোন, ওয়ারলেস, ফ্যাক্স, টেলেক্স বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোনরূপ যোগাযোগ বা সংবাদ প্রেরণ করতে মানুষ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। একমাত্র স্রষ্টার পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূলগণ মারফত যে সড়ক পথ নির্মিত ও নির্ণীত তা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পথ আর নেই। মানুষ স্বৈচ্ছায় বা স্বাধীনভাবে ঐ জগতের মানুষকে কোন উপকার পৌছাবে এ ব্যবস্থা ও ক্ষমতা মানুষের হাতে আদৌ নেই।

অতএব স্রষ্টার পক্ষ হতে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারফত নির্ধারিত নীতির বিপরীত কোন পথ আবিষ্কার করার অর্থ স্রষ্টা ও স্রষ্টার প্রেরিত রাসূলগণকে যেমন অস্বীকার করা, ঠিক তেমনি উম্মাতে মুহাম্মাদীয়া হিসাবে কালিমা-

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

(আশহাদু আললা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান ‘আবদুহু ওয়া রাসূলুহু) এ মর্মবাণীকে প্রত্যাখ্যান করা। যার পরিণামে দীন ধর্মই বাতিল করা হয়; ঐ রূপ পথের আবিষ্কারকগণ গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট বলে গণ্য। তারা নিজেরাও যেমন দিশেহারা, অপরকেও তারা পথহারা করে। এভাবে উম্মাতে মুসলিমা কালিমায়ে শাহাদাতের দাবীদার হয়েও তারা বিভিন্ন বাতিল পন্থা উদ্ভাবন করে ইসলাম ধর্মের ‘সিরাতে

মুস্তাকীম' হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন পথের পথিক হয়ে এক অনিশ্চয়তার ভ্রান্ত পথের যাত্রী হয়েছে।

আমরা আমাদের লিখিত বিষয়বস্তুগুলো জাতির সামনে এ জন্যই তুলে ধরছি, যাতে তারা সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান পেয়ে সঠিক গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে সক্ষম হয়। চলার পথের যাবতীয় সমস্যা দূরীভূত হলে রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নির্মিত দীন ইসলামের সমুজ্জ্বল সড়কটির সঠিক ও খাঁটি রূপটি মানুষ দর্শন করতে পারবে। ইসলামী তরীকায় জীবিতগণ কীভাবে মৃতদের উপকার সাধন করতে পারে তাও সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারবে। ঐ সাথে মৃতের নামে সিওম, চেহলাম বা চল্লিশা, কুলখানি ও কালিমাখানিওয়ালারা ধর্মের নামে যে মিথ্যা কথা দীনী মাসআলা হিসেবে প্রচার করছে তার মূল উৎসের সন্ধান পাবে। তাই বইটির নামকরণ করা হয়েছে- “মৃতদের জন্য জীবিতদের করণীয়”।

আল্লাহ রাক্বুল 'আলামীন আমাদের সঠিক দীন-পথে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন। আমীন॥

আবু মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন



## মানুষের বিপদকালের তিনটি বন্ধু

মানুষের তিনটি বন্ধু। মানুষ মহাবিপদকালে এদের কথা স্মরণ করে মানুষ যখন অপ্রতিরোধ্য বিপদের কবলে নিপতিত হয় তখন সে তার সত্যিকারের বন্ধুকে তালাশ করে। মানুষ এরূপ বিপদে পড়া অবস্থায় তার প্রথম বন্ধুর নিকট পৌঁছে তাকে বিপদ হতে উদ্ধার করতে অনুরোধ করে। তখন ঐ বন্ধু তাকে বলে : আমি এমন বন্ধু যে, আমার নিকট অবস্থানকালেই শুধু আপনার সেবায়ত্ত্ব করতে পারবো, কিন্তু বিপদ হতে রক্ষা করা আমার পক্ষে মোটেও সম্ভব নয়। অর্থাৎ আপনি যতক্ষণ আমার নিকট আছেন, আমি ততক্ষণই আপনার খিদমাত করব। কিন্তু আপনার সাথে সাথে গিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা আমার নেই। এ কথা শুনে সে নিরাশ হয়ে পড়ে।

সে তখন দ্বিতীয় বন্ধুর স্মরণাপন্ন হয়ে তার কাছে বিপদোদ্ধারের প্রার্থনা জানায়। ঐ বন্ধু খুবই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দুঃখভরা মন নিয়ে উত্তর দেয় : আমি আপনার প্রতি মায়ামমতা বশতঃ দুঃখভরা মনে আপনার সঙ্গে যাব, কিন্তু যখন অপ্রতিরোধ্য বিপদ আপনাকে তার পূর্ণ বেষ্টনীতে নিয়ে নিবে তখন আমি অতীব দুঃখিত মনে নিরুপায় হয়ে ফিরে আসবো- এর বেশী কিছু করার ক্ষমতা আমার হবে না। তারপর সে তার দ্বিতীয় বন্ধুর কাছেও নিরাশ হয়ে তার সর্বশেষ বন্ধুকে স্মরণ করতঃ তার নিকট হাজির হয়ে বিপদ হতে উদ্ধারের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করে। ঐ বন্ধু তাকে তখন অভয় বাণী শোনায়। আর বলে :

দেবো না দেবো না ওহে বন্ধু

আমি তোমার বিপদের বন্ধু, যাব সাথে ঐ মহাশ্মশানে

বিপদোদ্ধারি; তব পার করি,

তবে ক্ষান্ত হব মনে।

শুনে এ বারতা- আবে মনে স্থিরতা,

ঘর্ম আবে তার ললাটে।

হাদীসের গ্রন্থে মানুষের ঐ তিন বন্ধুর বিশ্লেষণ ও উদাহরণে বলা হয়েছে যে, মানুষের এক নম্বর বন্ধু হচ্ছে তার ঘরবাড়ি এবং সংসারের আসবাব-পত্র। আসন্ন মৃত্যুকালে সংসারের সমস্ত ভোগ্যবস্তুর প্রতি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ চেয়ে থাকে আর সাহায্য কামনা করে। তখন ঐ সমস্ত ঘরবাড়ি এবং আসবাবপত্রের পক্ষ হতে প্রতিধ্বনি আসে- “এ বন্ধু কারো সাথে যায় না। যে এখানে থাকবে সে ভোগ করবে।” এরপর সে ফিরে তাকায় তার পাশে উপস্থিত আপনজনদের দিকে। সে মুখে উচ্চারণ করতে না পারলেও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাহায্য প্রার্থনা করে। তখন উপস্থিত আত্মীয়-স্বজনদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ এই বলে উত্তর দেয় :

“আমরা তোমার এই বিপদে কোন কাজেই আসব না, কেবল সাথে সাথে শেষ গন্তব্যস্থল কবর মঞ্জিল পর্যন্ত যাব, অতঃপর যখন কবরের মাঝে তোমাকে রাখা হবে তখন আমরা ব্যথিত মনে অশ্রুসিক্ত নয়নে ফিরে আসব।” সে যখন তার ধন-সম্পদ ও আত্মীয় স্বজন এই দুই বন্ধুর নিকট সাহায্য চেয়ে নিরাশ হয়ে যায় তখন সে তার হৃদয়ের মাঝে অতি আত্মহ নিয়ে জীবনে যে সমস্ত নেক কাজ করেছিল ঐগুলির কথা মনে মনে স্মরণ করতে থাকে।

এমতাবস্থায় মু'মিন বান্দা তাওহীদের ভিত্তিতে যে সমস্ত নেক কাজ বা সৎ কর্ম করেছিল তা এক আকর্ষণীয় চেহারার মানব মূর্তিতে তার সামনে হাজির হয়ে বলতে থাকে : কোন ভয় নেই, বিপদ নেই, সামনের জগতই তোমার কাম্য- সেখানে তুমি অতিশয় সুখে শান্তিতে ও সম্মানের সাথে বসবাস করবে। আমি সাথে আছি, ভাবনা নেই।

﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً -

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي - وَاَدْخُلِي جَنَّتِي﴾

“হে প্রশান্ত রুহ! প্রফুল্ল চিত্তে স্বীয় পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তন কর। আল্লাহও তোমার উপর সন্তুষ্ট এবং তুমি আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। অনন্তর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর (এবং তাদের সান্নিধ্যে অবস্থান কর)।” (সূরা ফাজর ৮৯ : ২৭-৩০)

## মৃতদের জন্য জীবিতদের করণীয়

মহান রাসূল 'আলামীন ওয়াহদাহ্ লা- শারীক আল্লাহ তা'আলার নিকট কোটি কোটি শুকরিয়া- যিনি একক, খালেক, মালেক, রাযেক, রক্ষাকর্তা, জীবিত ও মৃতদের সম্পর্কে আইনদাতা, সর্বজান্তা-সর্বদর্শী, যার সীমাহীন অশেষ করুণায় এ জগত পরিচালিত ও সংরক্ষিত। তিনি সর্বজীবের যেমন সংরক্ষক আহরদাতা, অনুরূপ সর্বজীবের করণীয় সম্পর্কে আইনদাতা। আইন প্রণয়ন করায় নেই অন্য কারো কোন অধিকার। তিনি নিজ দয়ায় রাসূলগণ প্রেরণ করতঃ তাঁর বান্দাদের জন্য কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং রাসূলগণ তাঁর প্রদত্ত পথে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত- এ কথার সাক্ষ্য তিনি দিয়েছেন, সেই সাথে রাসূলগণের উম্মাতকে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন :

إِنْ تَطِيعُوهُ تَكْتَدُوا অর্থাৎ যদি তোমরা ঐ রাসূলের অনুসরণ ও আনুগত্য কর তবেই তোমরা সঠিক হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। আর রাসূলের সহচর-সাহাবীগণের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে যারা অগ্রগামী অর্থাৎ মাঝা বিজয়ের পূর্বে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, নিষ্ঠার সাথে যারা তাঁদের অনুসরণ করবে তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন। অপর দিকে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মাতকে হুঁশিয়ার করেছেন : পূর্বের আহলে কিতাব ইয়াহুদ ও নাসারাদের ন্যায় আমার উম্মাত বিভিন্ন দলে বিভক্ত হবে, তাদের মধ্যে যারা ঐ তরীকায় প্রতিষ্ঠিত থাকবে যে তরীকায় আমি এবং আমার সাহাবীগণ আজকের দিনে আছি (অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলের এবং তাঁর সাহাবীগণের তরীকায় যারা দৃঢ় থাকবে কেবল তারাই মুক্তি পাবে)। তাঁর উম্মাতগণ একে অপরের প্রতি কি আচরণ নীতি প্রদর্শন করবে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা নিজ পবিত্র যবানে বলে গেছেন।

১। মুসলিম ভ্রাতৃভৈর করণীয় কর্তব্য হলো, তাদের পরস্পরের সাথে সাক্ষাত হলে- “আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ” বলা। এর প্রত্যুত্তরে অপরজন বলবে- “ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু” এটাই রাসূল 'আলামীন-আহকামুল হাকিমীনের নির্দেশ :

﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾

“আর তোমাদেরকে যখন সালাম দেয়া হবে তখন তোমরা তার অপেক্ষা উত্তমভাবে সালামের জবাব দিবে কিংবা তার সালামের অনুরূপ জবাব দিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।”

(সূরা আন-নিসা ৪ : ৮৬)

মুসলিমগণ একে অপরের সাক্ষাতে পরস্পর সালাম দিবে এবং তার উত্তরে তাকে দেয়া সালাম অপেক্ষা উত্তম পরিভাষায় সালামের জবাব দিবে। আর এ আদর্শের মাধ্যমেই ইসলাম “দ্রাতৃত্বের ধর্ম, শান্তির ধর্ম”-এ কথার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রমাণিত হয়। যেহেতু ইসলামী অভিবাদন ও প্রত্যাভিবাদনের বাক্যের অর্থ হলো- আপনার উপর যাবতীয় প্রকারের শান্তি ও আল্লাহর করুণা বর্ষণ কামনা করি এবং তার উত্তরে ঐ বাক্যই যে, আপনার প্রতিও সমস্ত রকমের শান্তি বর্ষণ এবং আল্লাহর করুণা ও সার্বিক বরকত কামনা করি।

২। যখন কোন মুসলিম তার অপর মুসলিম ভাইয়ের নিকট কোন বিষয় ও সমস্যায় হিতোপদেশ চাবে তখন তাকে যেন তার যে পন্থায় মঙ্গল ও উপকার লাভ হবে সেই পন্থা বলে দেয়। কেননা সকল মানুষ জ্ঞান গরিমায়, বিদ্যাবত্তায়, বিচক্ষণতায় ও ভবিষ্যৎ চিন্তায় সমান পারদর্শী হয় না। কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকায় সে নিজ অপেক্ষা জ্ঞানীর নিকট পরামর্শ চাবে। তখন অপরজনের অবশ্য কর্তব্য হবে যে, যাতে তার মঙ্গল হয়- এমন যুক্তি পরামর্শ দেয়া।

৩। আর যদি কোন মুসলিম অপর মুসলিমকে দাওয়াত করে, খাবার জন্য আহ্বান জানায়, তখন তার সে দাওয়াত গ্রহণ করা উচিত। এ ক্ষেত্রে বংশ মর্যাদা বা ধনী-দরিদ্র বলে তারতম্য করা চলবে না। (তবে কোন ব্যক্তি কোন্ কোন্ ধরনের খাবারে অংশ গ্রহণ করবে তা আমার ইসলামী পানাহার বইয়ে আলোচনা করেছি)।

৪। যদি কোন কাজে কোন মুসলিম ভাই কসম দেয় তাহলে তাকে কসমযুক্ত করা। অর্থাৎ আল্লাহর কসম! আপনি আমার অমুক কাজ



করবেন; তাহলে তাকে ঐ কাজ সম্পাদন করে তার দেয়া কসমের দায়-দায়িত্ব হতে রক্ষা করা।

৫। কোন মুসলিম ময়লুম হলে তাকে সাহায্য করা- এটা অতি ব্যাপক বিষয়। ময়লুম বলতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের যুলুম হতে তাকে উদ্ধার করা অপর মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য। সম্ভব হলে শক্তি দ্বারা, নচেৎ মৌখিক কথা দ্বারা বা কৌশলগত পন্থায় যেভাবে সম্ভব ময়লুমের সহায়তা করা ইসলামী বিধানের অংশ। কারও প্রতি কেউ কথা দ্বারা বাড়াবাড়ি করেছে- জোর-জবরদস্তি করে অথবা সামরিক শক্তি প্রয়োগে যে যেখানে যেভাবে হোক উৎপীড়ন করলে অন্য মুসলিমদের জন্য সাহায্য সহানুভূতির যাবতীয় প্রণালী নিয়ে তার সাহায্যে এগিয়ে আসার মধ্যেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম, মানবতা, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির ধর্ম বাস্তবায়ন হবে।

৬। রোগী ও অসুস্থ ব্যক্তির নিকট পৌঁছে তার পরিচর্যা করা, তার রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে সাহায্যের হাত সম্প্রসারণ করা; অর্থাৎ আর্থিক, দৈহিক ও মানসিকভাবে সাহায্য করা অপর মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য। রোগীকে দেখতে যাওয়া, তার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বড় অংশ। এ ব্যাপারে মুসলিম ছাড়াও অমুসলিম পড়শী হলে বা তার সাথে লেনদেনের সম্পর্ক থাকলে তার রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাকে দেখতে যাওয়া বা তাকে সাহায্য করাও ইসলামী শিক্ষার অন্তর্গত। অসুস্থ রোগীর নিকট আসা-যাওয়া করে তার পরিচর্যা করার ফাযীলাত যথেষ্ট, যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে সকাল সন্ধ্যায় রোগী দর্শনের ফাযীলাত এই যে, তার জন্য অগণিত ফেরেশতা মঙ্গল প্রার্থনা করতে থাকে। একজন মুসলিম অপর মুসলিমের রোগ পরিচর্যায় থাকাকালীন সে যেন জান্নাতেই অবস্থান করে। [মুসলিম, সাওবান (রাযি.)]

৭। তার মৃত্যুর পর জানাযায় অংশ গ্রহণ করা এবং দাফন করা পর্যন্ত ঐ স্থানে অপেক্ষা করা।

## জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করার ফাযীলাত

ইসলাম বিশ্ব জগতের মানব জাতিকে এমন এক ধর্মনীতি ও আদর্শ শিক্ষা দিয়েছে যার নজির পৃথিবীর বুকে অন্য কোনও ধর্ম বা কোন জাতির মধ্যে নেই। মুসলিমের মৃত্যুর পর তার দাফন ও জানাযার সালাতে শরীক হওয়ার তাগিদ এবং তার ফাযীলাত সম্পর্কে ইসলামে বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের জানাযায় শরীক হয়ে দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে তার জন্য রয়েছে দুই কীরাত নেকী। এক কীরাত উহূদ পর্বতের সমান— এর পরিধি বা ওজনের সমতুল্য প্রকাশ করা হয়নি। আর যদি একান্ত অসুবিধাবশতঃ কেবল জানাযা পড়ে চলে আসে তাহলে তার জন্য রয়েছে এক কীরাত নেকী। তার মৃত ভাইয়ের খাট বহন করার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তিনবার কাঁধ লাগালে তার উপর ঐ মৃতের ইসলামী ভ্রাতৃত্বের যে হক পাওনা আছে তা আদায় করা হবে— (বুখারী, তিরমিযী)। আবু হুরাইরাহ (রাযি.) বলেছেন : তোমরা জানাযায় উপস্থিত হও, এতে পরকালের কথা স্মরণ হবে।

## মৃত ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করে গুণাবলী উল্লেখ করা

নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : মৃত ব্যক্তিদেরকে গালাগালি করো না, কেননা তাদের কৃতকর্ম নিয়েই তারা আল্লাহর নিকট পৌঁছে গেছে। (বুখারী)

সুনান আবু দাউদে বর্ণিত আছে, তাদের দোষগুলো বর্ণনা করা হতে বিরত থাক, তাদের গুণগুলো উল্লেখ কর। তবে হ্যাঁ, যদি ঐ মৃত ব্যক্তি মুসলিম সমাজে এমন কথার প্রচার করে থাকে যে কথা কিতাব ও সুন্নাহ হতে প্রমাণিত কথার পরিপন্থী, তাহলে সমাজের বুক হতে গলদ ধ্যান-ধারণা বা কুসংস্কার দূরীকরণার্থে ঐ ব্যক্তির ঐ বক্তব্যের সমালোচনা করা ইজমাসম্মত। (শারহুস সুন্নাহ, ৩৮৭ পৃষ্ঠা, ৫ম খণ্ড)

## জানাযার নামাযে পঠিত অতি গুরুত্বপূর্ণ দু'আ

আউফ ইবনে মালিক সাহাবী (রাযি.) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছেন, আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক আনসার ব্যক্তির জানাযা নামায পড়ালেন। ঐ নামাযে এই দু'আটি পড়তে শুনে আমি তা স্মরণ রাখলাম :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগ ফিরলাহু ওয়ার হামহু ওয়া আ-ফিহী ওয়াফু আনহু ওয়া আকরিম নুযুলাহু ওয়া ওয়াস্‌সি' মাদখালাহু ওয়াগসিল্‌হু বিল মায়ি ওয়াছ ছাল্‌জি ওয়াল বারাদি ওয়ানাক্কিহী মিনাল্ খাতাইয়া কামা ইউনাক্কাহু ছাউবুল-আবইয়াযু মিনাদ্দানাছি। ওয়াবদিলহু দা-রান খাইরাম্ মিন দা-রিহী ওয়া আহলান খাইরাম্ মিন আহলিহী ওয়া যাওজান খায়রাম্ মিন যাউজিহী। ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা ওয়া আ'ইয্‌হু মিন 'আযাবিল কাব্রি, ওয়া মিন আযাবিন্ নার।

অর্থ : হে আল্লাহ! তাকে মাফ কর এবং তার উপর রহম কর, তাকে নিরাপত্তা দান কর, তাকে ক্ষমা করে দাও, জান্নাতে তাকে মর্যাদাপূর্ণ স্থান দান কর, তার কবরকে সম্প্রসারিত কর, তার গুনাহকে ধুয়ে দাও পানি, বরফ ও তুষারের শুভ্রতা দিয়ে, তাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করে দাও যেমন তুমি পরিষ্কার করে দাও সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে, তার ঘরের চেয়ে ভাল ঘর তাকে দান কর, তার পরিজনদের চেয়ে ভাল পরিজন তাকে দান কর, তার স্ত্রীর চেয়ে ভাল স্ত্রী তাকে দান কর, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং তাকে কবরের আযাব ও জাহান্নামের 'আযাব থেকে নিরাপদ রাখ। (মুসলিম)

জানাযার নামাযে দাঁড়ানো হতে সালাম ফিরানোর নিয়মাবলী সম্পর্কে যথেষ্ট হাদীস বর্ণিত হয়েছে। জানাযার নামাযে ‘আল্লাহু আকবার’ বলে দাঁড়ানোর পর কিরাত আরম্ভ করার পূর্বে সানা পাঠ করার প্রমাণ নেই; তবে ‘আল্লাহু আকবার’ বলে প্রথমে স্পষ্ট আওয়াজে ‘সূরা ফাতিহা’ পড়বে, তারপর একটি ছোট সূরা পড়বে, তারপর আল্লাহু আকবার বলে দরুদ পড়বে, তারপর ‘আল্লাহু আকবার’ বলে জানাযার মশহুর দু‘আ :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا  
وَأُنثَانَا, اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ, وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ  
عَلَى الْاِيْمَانِ, اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগফির লিহাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিना ওয়া সাগিরানা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা আল্লাহুম্মা মান আহইয়াইতাহ্ মিন্না ফাআহয়্যাহি আলাল ইসলাম ওয়ামান তাওয়াফফাইতাহ্ মিন্না ফাতাওয়াফফাহ্ আলাল ঈমান, আল্লাহুম্মা লা-তাহরিমনা আজরাহ্ ওয়ালা তাফতিন্না বাদাহ্।

অর্থ : হে আল্লাহ ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড়, নর ও নারীদেরকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ ! আমাদের মাঝে যাদের তুমি জীবিত রেখেছ তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ, আর যাদেরকে মৃত্যু দান কর তাদেরকে ঈমানের উপর মৃত্যু দান কর। হে আল্লাহ ! আমাদেরকে তার সওয়াব হতে বঞ্চিত করো না এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে ফিতনার মধ্যে ফেল না। (আবু দাউদ, হাকিম- সহীহ)

উপরোল্লিখিত দু‘আ পড়ার পর ঐ সাথে আরো দু‘আ যা হাদীসের কিতাবে বর্ণিত— ঐ দু‘আগুলোর মধ্যে পছন্দ মত যে কোন দু‘আ পড়বে। তবে উপরে বর্ণিত সহীহ মুসলিমের দু‘আটি ব্যাপক অর্থবোধক ও অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং তা-ই যথেষ্ট; তারপর ‘আল্লাহু আকবার’ বলে পরপর সালাম ফিরাবে। মুক্তাদীগণ ইমামের ন্যায় দু‘আগুলো মনে মনে পড়বে, এটাই সাহাবা ও তাবীঈগণ জানাযা পড়ার সুন্নাত তরীকা বলে মন্তব্য করেছেন। এ নিয়মে জানাযা পড়ার হাদীস সাহাবী ইবনে ‘আব্বাস, জাবির



ইবনে 'আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত। ইবনে 'আব্বাসের হাদীস বুখারী ও মুসতাদরাফ হাকিম ১ম খণ্ড ৩৫৯-৩৬০ পৃষ্ঠা।

জানাযায় জোরে জোরে সূরা ফাতিহার সাথে একটি সূরা পড়া সহীহ সনদে নাসায়ী ও মুনতাকা ইবনুল জারুদ কিতাবে ২৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত। [উক্ত কিতাবটি ওস্তায় মরহুম আল্লামা 'আবদুল জলিল সামরুদী (রহ.)-এর কুতুবখানায় মওজুদ]।

জানাযার নামায়ে তাকবীর বলার পর আলহামদু সূরা পড়ার নির্দেশমূলক উক্তি স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে তিনজন মহিলা সাহাবীয়াও (রাযি.) রিওয়ায়াত করেছেন।

১। উম্মে শারীক আনসারিয়া হতে বর্ণিত ইবনে মাজা এসাবা ইসতিআবসহ ৪র্থ খণ্ড ৪৪৫ পৃষ্ঠা, সনদ হাসান।

২। উম্মে আফীফ নাহ্দিইয়াহ তাবারানী কাবীর (২৫শ খণ্ড) এসাবা ইসতিআবসহ ৪৫৯ পৃষ্ঠা।

৩। আস্মা বিনতে ইয়াযীদ ইবনে সাকান আনসারিয়া তাবারানী কাবীর (২৪শ খণ্ড ১৬২ পৃষ্ঠা)।

শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) 'গুনইয়াতুত্ তালিবীন' কিতাবে তাবিঈ মুজাহিদ হতে উল্লেখ করেছেন : তিনি আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীগণের মধ্যে ১৮ জনকে জানাযার নামাযের নিয়ম জিজ্ঞেস করায় তারা সকলেই বলেছেন : "প্রথম তাকবীর বলার পর সূরা ফাতিহা পড়বে তারপর 'দরুদ' পড়বে।" সাহাবী সাহল ইবনে হনাইফ জানাযার নামায়ে ইমামতিকালে 'সূরা ফাতিহা' এমন স্পষ্ট আওয়াজে পড়তেন যে, পিছনের লোক তা গুনতে পেতো।

(বুলুগুল আমানী ৭ম খণ্ড ২৪১ পৃষ্ঠা)

## কবরে দাফনকালে করণীয়

মৃতকে কবরে রাখাকালে কিবলামুখী করে রাখবে এবং বলবে :

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“বিসমিল্লা-হি ওয়া ‘আলা- মিল্লাতি রাসূলিল্লা-হি সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম”- (মুসনাদ আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)। অথবা বিসমিল্লা-হি ওয়া ফী সাবীলিল্লা-হ ওয়া ‘আলা- মিল্লাতি রাসূলিল্লা-হ- (ইবনে মাজাহ)।

মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখাকালে “মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফীহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম” বলা সহীহ হাদীস হতে প্রমাণিত নয়, তবে অতি ক্ষীণ সূত্রে বায়হাকীতে বর্ণিত আছে। মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পর উপস্থিত সকল মুসলিম ভাই তার কবরে তিন মুষ্টি করে মাটি দিবে।

তবে ঐ তিন মুষ্টি মাটি দেয়াকালে কেবলমাত্র ‘বিসমিল্লাহ’ বলে দিতে হবে। সাধারণের মধ্যে প্রচলন আছে যে, প্রথম মুষ্টিতে “মিনহা খালাকনাকুম”, ২য় মুষ্টিতে “ফীহা নুঈদুকুম”, ৩য় মুষ্টিতে “মিনহা নুখরিজুকুম” বলবে- হাদীসে এ কথার কোনও অস্তিত্ব নেই। অবশ্য মূর্দা রাখাকালে ঐ আয়াতটি পড়ার কথা বাইহাকীতে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তার সনদ একেবারেই দুর্বল\*।

দাফন করার পর মাথার দিক হতে পায়ের দিকে কবরে পানি ছিটানো প্রমাণ আছে। দাফনের পর মৃতের কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ‘সুবহানাল্লাহ’, ‘আল্লাহু আকবার’ কয়েকবার বলা এবং তার জন্য মাগফিরাতের দু‘আ করা, ঐ সাথে যাতে তার কবরে মুনকির নাকীর ফেরেশতাদের সওয়াল-জওয়াব কালে দৃঢ় থাকে ঐ অর্থবোধক দু‘আ করবে। যেমন- “আল্লাহুমাগ ফিরলাহু ওয়া সাব্বিতহু” বলা পছন্দনীয়। সুনান আবু দাউদ ও তিরমিযীতে এ সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বাগাভী তা গরীব অর্থাৎ অপরিচিত হাদীসের অন্তর্ভুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন। কারণ বর্ণনায় বলেছেন যে, তা একমাত্র হিশাম

\* শাফি‘ঈ মাযহাবের মধ্যে তা প্রচলন থাকায় আল্লামা নওয়াভী ‘আল আযকার’ কিতাবে ফিকহী মাসআলা হিসেবে ঐ কথা উল্লেখ করেছেন, আর তাফসীর ইবনে কাসীর বা ফাতহুল কাদীরে সুনান হাদীসে আছে বলে মন্তব্য হওয়ায় নওয়াব সিদ্দীক হাসানও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সুনানের কোন কিতাবে কোনো রাবীর মাধ্যমে তা বর্ণিত হয়নি বা কেউ বলেননি। অদ্যাবধি তার কোন চিহ্ন কিতাবসমূহে পাওয়া যায়নি।

ইবনে ইউসুফ 'আবদুল্লাহ ইবনে বাহীর ইবনে রায়সান হতে বর্ণিত, দ্বিতীয় কোন সূত্র নেই।

## কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

১। সুনান ইবনে মাজাহ এবং ইবনে 'আদীর কামিলের ২য় খণ্ডে ৬৫৯ পৃষ্ঠায় সাহাবী ইবনে 'উমার (রাযি.) হতে রিওয়ায়াত উল্লেখ হয়েছে যে, কবরের মাটি সমান করার পর কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে বললেন : আল্লাহ্মা জা-ফিল আরযা আন জামবায়হা ওয়া সাযিদ বিরুহিহা ওয়া লাকিন মিনকা রিয়ওয়ানান।" অর্থাৎ হে আল্লাহ! এর কবরের মাটি তার দুই পার্শ্ব হতে প্রশস্ত করে দাও। তার আত্মা রুহকে জান্নাতে উঠাও এবং তুমি তার প্রতি সম্ভ্রষ্ট অবস্থায় সাক্ষাৎ দাও। কিন্তু তার সনদে হাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান আল কাল্বী নামক রাবীর কারণে ঐ হাদীসটা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ঐ ব্যক্তি এমন সব হাদীস বর্ণনা করেছেন যেগুলি মুনকার হাদীসের অন্তর্ভুক্ত— (তাহযীব ৩য় খণ্ড ১৮ পৃষ্ঠা)। কিতাবুল ইলালে ইবনে আবী হাতিম-এ তা মুনকার হাদীস বলে মন্তব্য করা হয়েছে— (আল-ইলাল দ্বিতীয় খণ্ড ৩৬২-৩৬৩)। ঐ কিতাবের প্রথম খণ্ডে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় সাহাবী আনাস (রাযি.) হতে অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে।

২। পাক-ভারত উপমহাদেশের 'বুলুগুল মারাম' নামক কিতাব যা বিশেষভাবে আহলুল হাদীস জামা'আতের মাদরাসায় পাঠ্য তালিকাভুক্ত— তার মধ্যে সাহাবী আবু উমামাহ্ মারফত একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর তার মাথার নিকট দাঁড়িয়ে তালকীন করতঃ বলতে থাকবে- তুমি বল "রাব্বিয়াল্লাহু ও দীনীল ইসলাম, ও নাবিয়ী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম।" বুলুগুল মারামের লেখক শাফিঈ মাযহাবের পৃষ্ঠপোষকতায় বুলুগুল মারামে তার উল্লেখ করলেও আহলুল হাদীসের মুহাক্কিক আলিমগণ তা বিদ'আত বলে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। বুলুগুল মারামের শরাহ সুবুলুস সালামের লেখক এবং আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান 'সিমারুত্ তানকীত' নামক কিতাবের ৪২ পৃষ্ঠায় আহলুল হাদীসগণের নিকট এটা বিদ'আত বলে মন্তব্য

করেছেন। আবু উমামাহ্ মারফত বর্ণিত ঐ হাদীসটা আদৌ সাব্যস্ত নয়; তা সিরিয়া প্রদেশের হিমস নগরীর কতিপয় লোকের মাধ্যমে অন্যান্য স্থানে চালু হয়েছে। হানাফী মাযহাবের মুহাক্কিক আলিমগণের মন্তব্যও অনুরূপ। ইবনুল হুমাম ‘ফাতহুল কাদীরে’ আসন্ন মৃত ব্যক্তিকে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’ তালকীন করানোর আলোচনায় ‘কাফী’ কিতাবের বরাতে বলেছেন\* যে, কোন ব্যক্তির যদি মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু হয় তাহলে ঐ তালকীনের কোন প্রয়োজন নেই। আর যদি তার মধ্যে ঈমান না থাকা অবস্থায় মৃত্যু হয় তাহলে তা অন্যের তালকীন করায় তার কোন উপকারে আসবে না।

(ফাতহুল কাদীর, হিদায়া ও ইনায়াহ সহ ২য় খণ্ড ১০৪ পৃষ্ঠা)

ফাতাওয়া আলমগীরীতে আল্লামা আইনীর হিদায়ার শরাহ হতে এবং ‘মিরাজুদ দিরায়াহ’ হতে উল্লেখ হয়েছে। যাহিরুর রিওয়ায়াত মতে তালকীন নেই। যাহিরুর রিওয়ায়াত বলতে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর সাগরেদ ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) কর্তৃক হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মূল গ্রন্থগুলো- (ফাতাওয়া আলমগীরী উর্দু ২৮৭ পৃষ্ঠা ১ম খণ্ড)। অতএব এতে প্রমাণ হয় যে, হানাফী মাযহাবের মূল হোতাগণ যথা- ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, যুফার, মুহাম্মাদ প্রমুখ পূর্বযুগের ইমামগণের যামানায় তার প্রচলন ছিল না। তা পরবর্তী যুগে প্রচলিত হয়েছে।

আহলুল হাদীসগণের নিকট সর্বপরিচিত ব্যক্তি হাফিয ইমাম ইবনে কাইয়িম (রহ.) তার লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘কিতাবুর রুহ’ এর মধ্যে ঐ ধরনের তালকীনের নিয়ম প্রচলনের কথা বললেও তিনি তার অতি নির্ভরযোগ্য কিতাব “যাদুল মা‘আদ”- কিতাবে মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর তার জন্য মাগফিরাতের দু‘আ এবং সাওয়াল জওয়াবে সাবেতকদম (অটল) থাকার প্রার্থনা করার কথা উল্লেখ করার পর মন্তব্য করেছেন : “তাই বলে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত প্রথায় দাফনের পর তালকীন করার নিয়ম আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে প্রমাণিত নেই যে, তিনি দাফন করার পর কবরের পাশে বসে তালকীন করতেন। আর এ সম্পর্কে আবু উমামাহ্ হতে বর্ণিত হাদীস প্রমাণযোগ্য নয়”। ইমাম

\* কাফী কিতাব হলো, ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফের সাগরেদ মুহাম্মাদের লিখিত কিতাবগুলোর মন্তব্য একত্রিত করতঃ যে কিতাব লিখিত হয়।

আহমাদ (রহ.) বলেছেন : তার কোন সাক্ষী মেলে না, একমাত্র আবু বাকর ইবনে আবী মারইয়াম হতে তা বর্ণিত। প্রকাশ থাকে যে, ঐ ব্যক্তি আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়।

৩। আসন্ন মৃত ব্যক্তিকে “লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু” কালিমা তালকীন করানোর কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ঐ সাথে মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ বলার কথা প্রমাণিত নয়। উভয় শাহাদাত ইসলাম গ্রহণকালে জরুরী যেমন, যিকির কেবল ‘লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু’ হয়, ঐ সাথে মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ কালেমা যিকির হিসাবে পঠিত হয় না। অনুরূপ আসন্ন মৃত ব্যক্তির শেষ কালেমা ‘লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু’ এটুকু সহীহ হাদীসে বর্ণিত, এ কথা হানাফী, শাফিঈ মুহাক্কিক আলিমগণ উল্লেখ করেছেন।

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মৃতাসন্ন ব্যক্তিকে ‘লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু’র তালকীন কর। (মুসলিম)

## আসন্ন মৃত ব্যক্তির নিকট এবং মৃত্যুর পর, দাফন শেষে কবরের পার্শ্বে কুরআন তিলাওয়াত করা

মুসনাদ আহমাদ, আবু দাউদ ও সুনানের অন্যান্য কিতাবে সাহাবী মা‘কাল ইবনে ইয়াসার (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমরা মৃত ব্যক্তির নিকট সূরা ‘ইয়াসীন’ পড়। মা‘কাল ইবনু ইয়াসার নামক সাহাবী (রাযি.) হতে মুসনাদ আহমাদে যে সূত্রে ঐ হাদীস বর্ণিত সুনান আবু দাউদ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে ঐ একই সূত্রে বর্ণিত; আবু ‘উসমান তার পিতা হতে, তিনি মা‘কাল হতে। কিন্তু আবু ওসমান মাহদী নামে পরিচিত নির্ভরযোগ্য রাবী। তার নাম আব্দুর রহমান মাহদী, আর আমাদের আলোচ্য হাদীসের রাবী আবু ওসমান ও তার পিতা উভয় ব্যক্তি সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের অভিমত এই যে, ঐ আবু ‘উসমান ও তার পিতা উভয়ই মাজহুল রাবী অর্থাৎ তাদের অবস্থা



অজানা। তাই মুহাদ্দিসগণ তার সনদ যঈফ বলেছেন এবং এ সম্পর্কে কোন কিছু প্রমাণিত হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন।

সূরা ইয়াসীনের ফাযীলাত সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে কিছু রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আসন্ন মৃত ব্যক্তির নিকট তার তিলাওয়াত সুন্নাত তরীকা বলে প্রমাণযোগ্য সনদে একটি হাদীসও বর্ণিত নেই। দায়লামীর মুসনাদুল ফিরদাউস নামক কিতাবের বরাতে মারওয়ান ইবনে সালেম আল জাহারী নামক রাবীর মাধ্যমে তিনি সাফওয়ান ইবনে 'আমর হতে, তিনি শুরায়াহ ইবনে 'উবাইদ হতে, তিনি আবু দারদা ও আবু যার উভয় সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুমা কর্তৃক মারফু' রূপে বর্ণনা করেছেন যে, আসন্ন মৃত ব্যক্তির নিকট সূরা ইয়াসীন পড়া হলে আল্লাহ তার মৃত্যু আসান করে দেন- (বুলুগুল আমানী, মুসনাদ আহমাদসহ ৭ম খণ্ড ৬৪ পৃষ্ঠা)। কিন্তু উক্ত মারওয়ান ইবনে সালিম রাবী একেবারেই অকেজো। তার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সে হাদীস বর্ণনায় পরিত্যাজ্য ব্যক্তি, তার কথা আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়, কেননা সে হাদীস জাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত। [আল কামিল ইবনে 'আদী (২৭৭-৩৬৫ হিজরী), ২৩৮০ পৃষ্ঠা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, মীযানুল ইতিদাল ৪র্থ খণ্ড ৯০-৯১ পৃষ্ঠা]

বুলুগুল মারামের লেখক 'তালখীসুল হাবীর' নামক কিতাবে মুসনাদ ফিরদাউসীর উক্ত রিওয়ায়াত উল্লেখ করার পর বলেছেন যে, মুহাদ্দিস আবুশ-শায়খ তাঁর কিতাব 'ফাযায়েলুল কুরআনে' কেবল আবু যার হতে তা রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি যেমন দায়লামীর রিওয়ায়াতের সনদের কথা মারওয়ান ইবনে সালেম-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন, অনুরূপ আবুশ শায়খের সনদের কোন রাবীর কথা উল্লেখ করেননি। (তালখীসুল হাবীর ১৫৩ পৃষ্ঠা, ছাপা- ভারত)

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহু (রহ.)-এর দাদা আব্দুস সালামের কিতাব 'আল মুযতাকার'-এর টীকায় আল্লামা হামিদ আল ফাকী উল্লেখ করেছেন যে, ইবনে আবী শায়বা তাবিঈ জাবের ইবনে যায়েদের বরাতে আসন্ন মৃত ব্যক্তির নিকট সূরা রাদ পড়ার রেওয়ায়াত করেছেন। তবে জানাযা পর্বে ইবনে আবী শায়বার ঐ রিওয়ায়াত ছাপা কিতাবে পাওয়া যায়নি। তবে উক্ত ইবনে আবী শায়বা তাবিঈ আমের ইবনে

শারাহীল শাবী হতে রিওয়ায়াত করেছেন যে, আনসারগণ আসন্ন মৃত ব্যক্তির নিকট সূরা বাকারাহ্ পড়তেন। সনদ নিম্নরূপ : হাফস্ ইবনে গিয়াস তিনি মুজালিদ ইবনে সাঈদ হতে, তিনি শাবী হতে। তবে উক্ত মুজালিদ রাবীর একক বর্ণিত কথাগুলোর প্রতি মুহাদ্দিসগণ গুরুত্ব দেননি।

(তাহযীব ১০ম খণ্ড ৪০-৪১ পৃষ্ঠা, আল কামেল ইবনে আদী ২৪১৪ পৃষ্ঠা ৬ষ্ঠ খণ্ড)

বিঃ দ্রঃ মিশকাত কিতাবে বায়হাকীর ‘দালায়িলুন নবুওয়াত’ কিতাবের বরাতে সাহাবী আনাস (রাযি.) মারফত একটা রিওয়ায়াত উল্লেখ হয়েছে। মদীনার জনৈক ইয়াহুদী যুবক রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসা-যাওয়া করত এবং সময় সময় কিছু খিদমাতও করতো। ঐ যুবকটির অসুস্থ হওয়ার সংবাদ পেয়ে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বাড়ী গেলেন। ঐ যুবকের পিতা তার শিয়রে বসে তাওরাত পড়ছিল। আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ যুবকের পিতাকে বললেন, তুমি কি তাওরাতে আমার বর্ণনা পাও? ইয়াহুদী মিথ্যা কথা বলল, ‘না’। তখন ঐ যুবকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার বর্ণনা তাওরাতে অতি স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। এরপর সে কালিমা শাহাদাত পড়ে মুসলিম হল। তার মৃত্যুর পর আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইয়াহুদীদের নিকট থেকে নিয়ে নিজে জানাযা পড়ে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করেন- (মিরকাত ৫ম খণ্ড)। মোট কথা এ ঘটনায় পাওয়া যায় যে, আহলে কিতাব ইয়াহুদগণের মধ্যেও আসন্ন মৃত ব্যক্তির নিকট আল্লাহর কালাম পড়ার রীতিনীতি ছিল। এখানে মৃত ব্যক্তি বলতে যার মৃত্যু আসন্ন, দেহে তখনও প্রাণ আছে এবং যে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে ও বুঝতে পারছে।

কেননা আবু দারদা (রাযি.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন ব্যক্তির নিকট যদি সূরা ইয়াসীন পড়া হয়, আল্লাহ তার মৃত্যু সহজ করেন। যেমন- ‘লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু’ কালিমার তালকীন করা যাতে সে মুখ দিয়ে বলতে পারে এবং এ জগত হতে বিদায়ের শেষ মুহূর্তে তার শেষ বাণী কালেমা তাওহীদ তার মুখ হতে যেন উচ্চারিত হয়। অনুরূপ সূরা ইয়াসীনে যে সমস্ত ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন হাবীব নাজ্জার নিজের মনগড়া নীতি পরিহার করে একমাত্র রাসূলগণের অনুসরণ করার কথা জোর দিয়ে

বলায় তাকে শহীদ করা হয়। তিনি মৃত্যুর পর আল্লাহর নিকট যে সম্মানের পাত্র হন এবং তার অবস্থা তার কওম যদি অবগত হতো— এ কথার আকাঙ্ক্ষা করেন। সুতরাং ঈমান ও দীন ইসলামের উপর মৃত্যু হলে মানুষ বড়ই সৌভাগ্যবান হয়— ঐ সূরায় এ কথার উল্লেখ আছে। এছাড়া রয়েছে মানুষের প্রাথমিক সৃজন তত্ত্ব হতে মৃত্যুকালীন অবস্থা ও কবর হতে উত্থানের চিত্র, রাসূলগণ- আখিরাত, পারলৌকিক জীবনের ঘটনাবলীর সংবাদ দেয়ায় তাদের সত্যবাদী হওয়ার কথা। এরপর জান্নাতে পৌঁছে কি সম্মানের অধিকারী হবেন ঐ সমস্ত কথা সূরা ইয়াসীনে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই আসন্ন মৃত ব্যক্তির ঐ সমস্ত কথার মর্ম যখন তার কর্ণকুহরে ও হৃদয় জগতে বাজতে থাকবে তখন এ অসার সংসারের প্রতি যাবতীয় আকর্ষণ ছিন্ন হয়ে উর্ধ্বজগতের অবস্থার প্রতি তার অন্তর ধাবিত হবে এবং নিজ জীবনের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে রাব্বুল ‘আলামীনের করুণা পাবার আশায় মন ব্যাকুল হয়ে উঠবে।

রাহমানুর রাহীম ও গাফুরুর রাহীমের পক্ষ হতে বান্দার শত দোষ সত্ত্বেও তার আশাতীত ক্ষমা করার কথাগুলো মনে ভেসে উঠে। সে মহান স্রষ্টা, মালিক, দয়ার সাগরের প্রতি এ সুন্দর ধারণা হয় যে, তিনি আমায় ক্ষমা করবেন— এ বুকভরা আশা নিয়ে তার ওয়াহদানিয়াতের সাক্ষ্য দিতে দিতে অর্থাৎ ‘লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু’ বলা অবস্থায় তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ হবে। কিন্তু মৃত্যু সংঘটিত হবার পর তার কুরআন শ্রবণ ও তার মর্ম অনুধাবন করার শক্তি থাকে না। এ সম্পর্কে মুসনাদ আহমাদে গুয়াইফ ইবনে হারিস ছোলী নামক তাবেঈর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তার মৃত্যুকালীন সময় জান কবজ হতে অনেক দেরী হয়, তারপর সালেহ ইবনে গুরায়াহ আস্‌সাকুনী নামক ব্যক্তি এসে সূরা ইয়াসীন পড়তে থাকেন। যখন সূরার ৪০টি আয়াত পর্যন্ত পড়লেন তখন তার জান কবজ হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয় যে, সূরা ইয়াসীন পাঠ করলে আসন্ন মৃত ব্যক্তির মৃত্যু আসানী সহজ হয়— (মুসনাদ আহমাদ, বুলুগল মাআনীসহ ৭ম খণ্ড ৬২ পৃষ্ঠা)। প্রকাশ থাকে যে, সালিহ ইবনে গুরাইহ আস্‌সাকুনী উক্ত গুয়াইফ ইবনে হারিস সাকুনীর সাগরেদ ছিলেন, উভয়েই একই খান্দানের ও একই স্থানের বাসিন্দা ছিলেন— (কিতাবুল জারহে ওয়াত্‌তাদীল ২য় খণ্ড ১ম ভাগ ৪০৫

পৃষ্ঠা)। আমিনুল উম্মাহ সাহাবী আবু 'উবাইদাহ (রাযি.)-এর পক্ষ হতে নিযুক্ত আমীর 'আবদুল্লাহ ইবনে কুরত সাহাবীর কাতিব ছিলেন। উক্ত 'আবদুল্লাহর নাম ছিল শায়তান। ঐ নাম পাণ্টে 'আবদুল্লাহ নাম রাখেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- (তাহযীব ৫ম খণ্ড ৩৬১ পৃষ্ঠা)। মোট কথা মানুষের দেহে যতক্ষণ প্রাণবায়ু থাকে, বোধ ও শ্রবণশক্তি থাকে ততক্ষণ তার নিকট সূরা ইয়াসীন বা সূরা বাকারাহ বা সূরা রাদ পড়ার কথা তাবিঈন ও তাবা-তাবিঈন অর্থাৎ কুরানে সালাসা, সালাফ সালিহীনদের যুগে যঈফ সূত্র হলেও তার আলোচনা যে ছিল এ কথার কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু জান কবজ হওয়ার পর মৃত লাশের পাশে বসে অথবা দাফনের পর কবরের নিকট কুরআন তিলাওয়াত করা পরবর্তী যুগের আবিষ্কৃত বিদ'আত। উম্মাতে মুসলিমার সৌভাগ্য ও গৌরব ঐ কাজের অনুসরণ করা যা উম্মাতের পথপ্রদর্শক রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে প্রমাণিত অথবা সাহাবীগণ হতে সমর্থিত। ইহা ব্যতীত সকল প্রকার কাজ প্রত্যাখ্যাত, বিদ'আত।

আর বহুতঃপক্ষে সাহাবী ইবনে 'উমার (রাযি.)-এর নামে কবরের পাশে সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পড়ার ব্যাপারে যে কথা উল্লেখ করা হয় তা কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত হয়নি। ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর আকায়িদ সম্বলিত কিতাব যা 'আল-ফিকহুল আকবার' নামে প্রচারিত হানাফী মাযহাবের বরণ্য আলেম মোল্লা 'আলী কারী (রহ.) তার ব্যাখ্যাকারক, ঐ কিতাবের ১২০ পৃষ্ঠায় মৃতদের জন্য জীবিতদের পক্ষ হতে কী কী করণীয় আলোচনাতে উল্লেখ করেছেন :

ثم القراءة عند القبر مكروهة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم

الله في رواية لا نه محدث لم ترد به السنة.

“অতঃপর কবরে কুরআন পাঠ করা আবু হানীফা, মালিক এবং আহমাদের একই উক্তি, 'তা মাকরুহ'। কেননা তা মুহদাস বা নবাবিষ্কৃত। এ বিষয়ে সুন্নাত তরীকা উদ্ধৃত হয়নি।” ঐ মন্তব্যের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যেমন- কবরের নিকট কুরআন পড়া, মৃত ব্যক্তির জন্য ইসালে সাওয়াব করা সুন্নাত তরীকা হতে প্রমাণিত হয়নি। অনুরূপ দাফনের পূর্বে



লাশের পাশে বসে কুরআন তিলাওয়াত করা কোন একটি হাদীস হতে বা সাহাবীদের 'আমাল হতে আদৌ প্রমাণিত নয়। পরবর্তী যুগে অন্যের অনুকরণে কত নিত্য নতুন কথার আবিষ্কার এবং মাযহাবের বেনামীতে কত বিদ'আত প্রচলন হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

## মাযহাবের বেনামীতে আর এক বিদ'আত

উম্মাতে মুহাম্মাদীয়া হিসেবে মৃত ব্যক্তির উপকার কোন্ কোন্ উপায়ে শারী'আতে শিক্ষা দেয়া হয়েছে তার আলোচনাই এ বইয়ের বিষয়বস্তু।

মৃত্যুর পূর্বে কালিমায়ে তাইয়িবা 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু'-এর তালকীন করা, তার নিকট সূরা ইয়াসীন পাঠ করা; মৃত্যুর পর জানাযার নামায়ে উপস্থিত সকল মুসলিম জনগণ- ইমাম হোক কিংবা মুক্তাদী হোক মৃতের মাগফিরাতের জন্য ঐ সব দু'আ পড়বে যা আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়তেন। ইমাম, মুক্তাদী সকলেই সমভাবে দু'আ পড়বে। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কোন মাইয়িতের জানাযায় খাঁটি তাওহীদপন্থী মুসলিম অর্থাৎ যারা কোন রকম শির্ক করে না- তারা যদি চল্লিশ জন হতে একশতের কাছাকাছি সংখ্যায় হয় আর তারা ঐ জানাযার নামাযের মাধ্যমে ঐ মৃত ব্যক্তির নাযাতের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করে আল্লাহ তাহলে তাদের সুপারিশ কবুল করেন। ঐ সুপারিশমূলক দু'আ যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

اللهم عبدك وابن عبدك أنت خلقته وأنت قبضت روحه هديته

للإسلام وأنت أعلم بسرّه وعلا نيته جئنا نشفع له فاغفر له.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা 'আবদুকা ওয়াবনু 'আব্দিকা, আনতা খালাকতাহু ওয়া আনতা কাবায়তা রুহাহু হাদাইতাহু লিল ইসলা-মি ওয়া আনতা আ'লামু বিসিররিহী ওয়া 'আলা- নিয়াইয়াতিহী জি'না নাশ্ফা'উ লাহু ফাগফির লাহু।



অর্থ : হে আল্লাহ! এ মৃত ব্যক্তি তোমার বান্দা-দাস, তোমার দাসের পুত্র। তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ, তুমিই তার রুহ কবয করেছ, তুমিই ইসলামের প্রতি হিদায়াত করেছ, তুমিই তার গোপন কথা এবং প্রকাশ্য কথা সবকিছু অধিক জ্ঞাত আছ। আমরা তার জন্য তোমার দরবারে সুপারিশ করছি, তুমি তার গুনাহখাতা মাফ করে দাও।

জানাযার সাথে সাথে যাওয়াকালে চুপচাপ চিন্তিত মনে আত্মসমালোচনা অবস্থায় চলা। কোনরূপ শব্দ করে কথা-বার্তা না বলা এবং মৃত ব্যক্তির কবরের সওয়াল জবাবের কথা মনে করতে করতে চলা। সাহাবীগণ যখন কোন জানাযায় শরীক হতেন তখন তাদের মনের ব্যথিত অবস্থা কয়েক দিন ধরে পরিলক্ষিত হত। জানাযা বহনকালে আস্তে না চলে দ্রুততার সাথে চলা, দাফন ও দাফন করার পর যে নিয়মাবলী শরীয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তা মেনে চলাই মু'মিনের কাজ। সাহাবীগণ জানাযা দর্শনে বলতেন : “বড় উপদেশদাতা এই লাশ, মানুষ তাড়াতাড়ি ভুলে যায়— প্রথম দল চলে যাবে, শেষের মানুষ থেকে যাবে, তাদের কোন বিবেক থাকবে না।”

তারা জানাযা সামনে দেখলে বলাবলি করতেন : “মনে কর এজানাযা তুমি, আর যদি তোমার এটা মন চায় তাহলে আমি ঐ রূপ মনে করি।” (মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক ৩য় খণ্ড, ৫৪৯-৫৫০ পৃষ্ঠা)

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা জেনে রাখা দরকার। ‘উমার (রাযি.) ও অন্যান্য সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক স্থানে বসা ছিলেন। এমতাবস্থায় তাদের নিকট দিয়ে একটি জানাযা গেল। সাহাবীগণ ঐ মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশংসা করলেন। তখন রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : “ওয়াজাবাত।” আবার কিছুক্ষণ পর আর একটি জানাযা গেল। তখন তারা ঐ মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করলেন। তখন রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : “মাওয়াজাবাত।” ‘উমার (রাযি.) আরজ করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! “মাওয়াজাবাত”? অর্থাৎ তার জন্য কি সাব্যস্ত হল? তখন রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমরা প্রথম ব্যক্তির সুনাম করলে আল্লাহর নিকট তা সাব্যস্ত ও নির্ধারিত হয়ে গেল অর্থাৎ জান্নাত এবং

দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা যা মন্তব্য করলে অর্থাৎ তার ভাগ্যে মন্দই সাব্যস্ত হয়ে গেল অর্থাৎ জাহান্নাম। আল্লাহর পক্ষ হতে তিনি অবগত হওয়ায় ঐ ব্যক্তিদ্বয় সম্পর্কে ঐরূপ মন্তব্য করলেন। সাহাবীগণ ইসলামী নীতিতে ব্যক্তিবিশেষ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে মন্তব্য করেছিলেন তা নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। এ জন্য হাদীসে তাদেরকে আল্লাহর সাক্ষী বলে বর্ণিত হয়েছে।

যে বিদ'আতের প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে এ বক্তব্যের অবতারণা করা হল তা হলো এই যে, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শহরে ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় জানাযা বহনকালে এক ধরনের বিদ'আত প্রচলিত আছে যা মহল বিশেষের মধ্যে দেখা যায়। তারা জানাযা বহনকালে অথবা জানাযার নামাযের পূর্বে মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে জনগণকে জিজ্ঞেস করে, 'এ লোকটি কি সৎলোক নয়?' উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেন সকলেই বলে : হ্যাঁ, এ লোকটি সৎ লোক। এভাবে তারা তিনবার সাক্ষ্য আদায় করে। এ সাক্ষ্য আদায় করার উদ্দেশ্য হল মৃত ব্যক্তির উপকারের আশা। কিন্তু যেভাবে তারা করে থাকে তা বিদ'আত নীতির অন্তর্ভুক্ত। তারা যে মাযহাবভুক্ত ঐ মাযহাবের ইমাম হতে অথবা তাঁর সাগরেদগণের লিখিত কিতাবে ইহার কোন প্রমাণ তাদের নিকট নেই, অথবা সাহাবা, তাবিঈন হতে ঐ আচরণের কোন বর্ণনা নেই। মৃত ব্যক্তির উপকারতো জীবিতদের উপকারের মত নয়, যেমন কোন মানুষকে খাবার দিয়ে, পরিধানের কাপড় দিয়ে বা সহায় সম্পদ বা নগদ টাকা-কড়ি দিয়ে তার উপকার করা হয়, রোগগ্রস্ত হলে তার চিকিৎসা করা, মামলা মুকাদ্দামায় পড়লে আইনজীবীদের মাধ্যমে সাহায্য করা, বিচারকদের সুপারিশ করা, অর্থাৎ আ'লামে বারযাখের অবস্থা এ পার্থিব জগতের অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। একটা লোক সম্পর্কে আদালতে সাফাই সাক্ষী দিয়ে তাকে অভিযোগমুক্ত করা যায়। কিন্তু বারযাখী জীবন অর্থাৎ মৃত্যুর পরের জীবনে পৌছানোর পর ঐ ব্যক্তির উপকার করা ঐ নিয়মেই সীমাবদ্ধ যে নিয়ম শরীয়াতে বলা হয়েছে। কেউ নিজ হতে কোন পথ আবিষ্কার করতে পারবে না, আর ঐ আবিষ্কৃত পথে মৃতের উপকার হবে বলে ধারণা করলে তার ঐ ধারণা মিথ্যায় পর্যবসিত হবে। ঐ তরীকা আবিষ্কারকগণ আল্লাহর নিকট শুধু মিথ্যুক বলেই গণ্য হবে না, বরং যে বা

যারা আল্লাহর আইনভঙ্গকারী ও আল্লাহদ্রোহী বলে প্রমাণিত হবে তার বা তাদের ফরয নফল কোন ইবাদাতই তখন গ্রহণীয় হবে না। কেননা যারা শারী‘আতের মধ্যে এমন কথার আবিষ্কার করে যা তার অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রু ও বিদ্রোহী।

অতএব লাশ সামনে রেখে তার সম্পর্কে সাফাই সাক্ষী নেয়ার জন্য তিনবার বলা যে, লোকটি ভাল ছিল— এই নিয়মে তারা ঐ মৃতের আদৌ উপকার করতে পারবে না। সাহাবায়ে কিরাম ঐ মৃত ব্যক্তিদের অবস্থা পূর্ব হতে অবগত ছিলেন। তাই তাদের মৃত্যুর পর জানাযা যাওয়াকালে তাদের সৎ বা অসৎ কর্মফল সম্পর্কে তারা আপনাআপনি নিজ হতে বলাবলি করলেন। কোন ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করা, আর সাক্ষ্য দেয়া এক বিষয় নয়। মুনাফিকরা আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে বলতো : আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ বললেন : তারা মিথ্যুক। অর্থাৎ তাদের অন্তরে তা নেই। এর অর্থ হলো : সাধারণ মন্তব্য করা, আর সাক্ষ্য দেয়া উভয় বিষয়ের মধ্যে ফারাক রয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতগণের আকীদা হলো আল্লাহর পক্ষ হতে জান্নাতের শুভ সংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীগণ ব্যতীত পরবর্তী যুগের লোকদের পরিণাম সম্পর্কে কেউ অবগত নয়।

সুতরাং কারো সম্পর্কে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলে আমরা সাক্ষ্য দিতে পারি না, বরং আল্লাহর নিকট তাদের জন্য দু‘আ চাইতে পারি এবং আশা রাখতে পারি যে, আল্লাহ যেন তাদের ক্ষমা করেন। এছাড়া তার পক্ষে সাফাই সাক্ষ্য স্বরূপ ঐরূপ মন্তব্য করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত শরীয়াতে হস্তক্ষেপ করার শামিল। আল্লাহ নিজ কৃপায় উম্মাতে মুহাম্মাদীয়াকে ঐ ধরনের বিদ‘আত হতে বাঁচিয়ে রাখুন। আমীন !!

**মৃত্যুর পর মানুষ কোন্ কোন্ কাজের জন্য উপকৃত হবে**

এ সম্পর্কে দু‘টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে; একটি সহীহ মুসলিমে :

আবু হুরাইরাহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : মানুষ মরে গেলে তার ‘আমাল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি ‘আমাল জারী থাকে : সাদাকায়ে জারীয়া অথবা এমন ‘ইল্ম

যা থেকে লাভবান হওয়া যায় অথবা এমন সুসন্তান যে তার জন্য দু'আ করে। (মুসলিম)

(ক) মানুষ যখন মারা যায় তখন তার সব 'আমাল খতম সমাপ্ত হয়ে যায় কেবল তিনটি ব্যতীত- (১) সে নিজে বা তার পক্ষ থেকে সাদাকায়ে জারীয়া, যার বিশ্লেষণ পরে হবে (২) ইল্ম যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, (৩) সৎ সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করতে থাকে।

(খ) দ্বিতীয় হাদীসটি উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যা স্বরূপ বর্ণিত। সুনান ইবনে মাজায় সাহাবী আবু হুরাইরাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত; ইল্ম পর্বে মু'মিন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার 'আমাল ও সৎকর্ম হতে যা তার কাছে পৌছে তা হলো : যে (দীনী) ইল্মের শিক্ষা সে দিয়েছে এবং তার প্রচার করেছে; আর এমন সৎ সন্তান সে রেখে গেল, যে তার জন্য বা তার শিক্ষা মুতাবিক সৎকর্ম করে থাকে। কুরআন মাজীদ কাউকে দান করে গেল, মাসজিদ তৈরি করে গেল, মুসাফিরখানা বা সরাইখানা বানিয়েছে, নহর, খাল খনন করে গেছে, জীবদশায় সুস্থ অবস্থায় থাকাকালে নিজস্ব মাল সাদাকা করে গেছে; এগুলি তার মৃত্যুর পরও সাওয়াব পৌছাতে থাকবে। উক্ত হাদীসটি সহীহ ইবনে খুযায়মা ৪র্থ খণ্ড, ২২১ পৃষ্ঠায় ২৮৯০ নম্বর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তার সনদ হাসান বলে আল্লামা আব্দুর রউফ মান্নাভীর 'ফায়যুল কাদীর'-এর ২য় খণ্ডে ৫৪০-৫৪১ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করেছেন। মৃত্যুর পূর্বে কোন মানুষ তার নিজ হাতে লিখিত কুরআন অন্য মানুষের পড়ার জন্য ওসীয়াত করে গেলে, সেটাও একটা সাদাকা জারীয়া স্বরূপ হবে।

হাফিয আবু বাকর আহমাদ আল-খাল্লাল (২৩৪-৩১১ হিজরী) তাঁর 'কিতাবুল ওয়াকুফ' নামক পুস্তকে এ কথা ইমাম আহমাদ (রহ.) হতে উল্লেখ করেছেন- (১ম খণ্ড ২২৬-২২৭ পৃষ্ঠা ছাপা ১৪১০ হিজরী)। কুরআন মাজীদের কপি ছাপাখানা আবিষ্কারের পূর্বে হস্তলিখিত রূপে বড়ই পরিশ্রমের পর পাওয়া যেতো; সেই যুগে তার কিছু অংশ পাওয়া বা পূর্ণরূপে পাওয়া সৌভাগ্যের প্রতীক ছিল। মোট কথা সাদাকা জারীয়ার অন্তর্ভুক্ত বস্তুর মধ্যে নহর খনন অথবা কূয়া-ইন্দারা তৈরি করে দেয়া অথবা বর্তমান যুগে যদি



কেউ নলকূপ বসিয়ে দেয় যাতে ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে মানুষের জীবিকার সুব্যবস্থা হয় তাও সাদাকা জারীয়ার মধ্যে গণ্য হবে।

এমন লোক কোন সম্পত্তি রেখে মারা গেলেন যার রেখে যাওয়া সম্পদ অনেক সময় ওয়ারিসগণের ভরণ-পোষণের প্রয়োজন মিটিয়েও যথেষ্ট হয়। একবার এমন এক লোক ইমাম আহমাদ (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করল : আমাদের পিতা মারা গেছেন এবং ‘তারাসুস’ নামক স্থানে কিছু সম্পত্তি রেখে গেছেন, তা যদি আমরা আমাদের পিতার নামে ওয়াক্ফ করি তাহলে তিনি কি ঐ নেকী পাবেন? ইমাম সাহেব বললেন : তোমার কি বাগদাদে মালসম্পত্তি আছে? লোকটা বলল : জী-হ্যাঁ, চলার মতো আমাদের আরও সম্পত্তি আছে। তিনি বললেন : তার ওখানকার সম্পত্তি ওয়াক্ফ করলে সেই নেকী তিনি পেতে থাকবেন- (কিতাবুল ওয়াক্ফ, আবু বাকার আল খাল্লাল ২য় খণ্ড ৫৫৫ পৃষ্ঠা)। এরূপ সম্পদ জমি-জমা হতে তার ওয়ারিসগণ তার পক্ষ ওয়াসীয়াত স্বরূপ মাসজিদ বা দীনী শিক্ষা প্রসারের জন্য ওয়াক্ফ করলে তা সাদাকায়ে জারীয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে- (মুসলিম)। একজন সাহাবী আল্লাহর রাসূলের দরবারে আরম্ভ করলেন : আমার মাতা সাদাকাহু করা খুবই পছন্দ করতেন, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে বাকশক্তি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তার পক্ষ থেকে কিছু দান করার কথা বলতে পারেননি; অতএব আমার ইচ্ছা আমার মাতার পক্ষ আমি কোন জিনিস সাদাকাহু করবো- যাতে তার কোন উপকার হয়। তখন আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পানি সাদাকা সর্বোত্তম। অতঃপর তিনি তার মায়ের নামে একটি কূয়া খনন করে দেন। সেটাকে সা‘দের মায়ের কূয়া বলা হতো।

‘আয়িশাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললেন, “আমার আত্মা হঠাৎ ইন্তিকাল করেন। আমার মনে হয়, তিনি কথা বলতে পারলে কিছু দান-খয়রাত করতে বলতেন। এ অবস্থায় আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করি তাহলে কি তিনি সাওয়াব পাবেন? তিনি জবাব দিলেন : হ্যাঁ। (বুখারী, মুসলিম)

উল্লেখিত বিষয়ে ইল্ম প্রচারের বিশ্লেষণে বলা হয়েছে- আল্লাহর ওয়াস্তে কুরআন মাজীদ পড়ানো, কুরআনের অর্থ শিক্ষা দেয়া, আল্লাহর



কেউ নলকূপ বসিয়ে দেয় যাতে ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে মানুষের জীবিকার সুব্যবস্থা হয় তাও সাদাকা জারীয়ার মধ্যে গণ্য হবে।

এমন লোক কোন সম্পত্তি রেখে মারা গেলেন যার রেখে যাওয়া সম্পদ অনেক সময় ওয়ারিসগণের ভরণ-পোষণের প্রয়োজন মিটিয়েও যথেষ্ট হয়। একবার এমন এক লোক ইমাম আহমাদ (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করল : আমাদের পিতা মারা গেছেন এবং ‘তারাসুস’ নামক স্থানে কিছু সম্পত্তি রেখে গেছেন, তা যদি আমরা আমাদের পিতার নামে ওয়াক্ফ করি তাহলে তিনি কি ঐ নেকী পাবেন? ইমাম সাহেব বললেন : তোমার কি বাগদাদে মালসম্পত্তি আছে? লোকটা বলল : জী-হ্যাঁ, চলার মতো আমাদের আরও সম্পত্তি আছে। তিনি বললেন : তার ওখানকার সম্পত্তি ওয়াক্ফ করলে সেই নেকী তিনি পেতে থাকবেন- (কিতাবুল ওয়াক্ফ, আবু বাকার আল খাল্লাল ২য় খণ্ড ৫৫৫ পৃষ্ঠা)। এরূপ সম্পদ জমি-জমা হতে তার ওয়ারিসগণ তার পক্ষে ওয়াসীয়াত স্বরূপ মাসজিদ বা দীনী শিক্ষা প্রসারের জন্য ওয়াক্ফ করলে তা সাদাকায়ে জারীয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে- (মুসলিম)। একজন সাহাবী আল্লাহর রাসূলের দরবারে আরম্ভ করলেন : আমার মাতা সাদাকাহু করা খুবই পছন্দ করতেন, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে বাকশক্তি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তার পক্ষ থেকে কিছু দান করার কথা বলতে পারেননি; অতএব আমার ইচ্ছা আমার মাতার পক্ষে আমি কোন জিনিস সাদাকাহু করবো- যাতে তার কোন উপকার হয়। তখন আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পানি সাদাকা সর্বোত্তম। অতঃপর তিনি তার মায়ের নামে একটি কূয়া খনন করে দেন। সেটাকে সা’দের মায়ের কূয়া বলা হতো।

‘আয়িশাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললেন, “আমার আত্মা হঠাৎ ইন্তিকাল করেন। আমার মনে হয়, তিনি কথা বলতে পারলে কিছু দান-খয়রাত করতে বলতেন। এ অবস্থায় আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করি তাহলে কি তিনি সাওয়াব পাবেন? তিনি জবাব দিলেন : হ্যাঁ। (বুখারী, মুসলিম)

উল্লেখিত বিষয়ে ইলম প্রচারের বিশ্লেষণে বলা হয়েছে- আল্লাহর ওয়াস্তে কুরআন মাজীদ পড়ানো, কুরআনের অর্থ শিক্ষা দেয়া, আল্লাহর

ওয়াস্তে হাদীসে রাসূল শিক্ষা দেয়া অথবা কুরআন হাদীসের প্রচারের জন্য কিতাব লিখা সাদাকা জারীয়ার অন্তর্ভুক্ত। হাফিয় ইবনে কাসীর 'আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়ায়' ইমাম বুখারী (রহ.)-এর জীবনীতে বলেছেন যে, তাঁর সহীহুল বুখারী মুসলিম উম্মার জন্য যে বিরাট অবদান তার আর দ্বিতীয়টি নেই। তিনি কিয়ামাত পর্যন্ত এর নেকী পেতে থাকবেন। অনুরূপ সহীহ হাদীস ও খাঁটি সুন্নাতে শিক্ষা দান করার জন্য যদি কেউ সহীহ বুখারী অবিকল অনুবাদ ও শুধুমাত্র রাসূলের হাদীসের মহব্বতে মুদ্রণ করে উম্মাতে মুসলিমার মধ্যে প্রচার করে যান তাহলে তাও সাদাকাহ হিসেবে গণ্য হবে।

পক্ষান্তরে যারা অনুবাদের নামে মিথ্যা কাল্পনিক ব্যাখ্যা স্বমতের অনুকূলে বানিয়ে মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে প্রচার করে তাদের চেয়ে যালিম, দোষী ব্যক্তি ইসলামে আর দ্বিতীয় জন হবে না। কেননা সাধারণের মধ্যে মিথ্যা কথা বলা, আর রাসূলের নাম দিয়ে মিথ্যা কথা বলা এক নয়, তাদের ঠিকানা বড় বেদনাদায়ক স্থান। আল্লাহর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে এই বলে একটি কথা প্রচার করা হয় যে : যদি কোন ব্যক্তি মৃত কোন ব্যক্তির উপকার করার উদ্দেশে এক লক্ষ বার কালেমা 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' পড়ে, আর তার সাওয়াব ঐ মৃত ব্যক্তির নামে বখশিশ করে দেয়, তাহলে ঐ মৃত ব্যক্তি আযাবের যোগ্য হলে তাকে 'আযাবমুক্ত করা হবে; আর 'আযাবের যোগ্য না হলে তার দরজা বুলন্দ করা হবে। অন্য এক বর্ণনায় ৭০ হাজার বার পড়াও যথেষ্ট হবে বলে দাবী করা হয়েছে। তা মীলাদ ও ফাতিহা সম্পর্কে 'আল-আনওয়ারুস সাতেআহ্' নামক লিখিত বই এবং তার প্রতিবাদে লেখা 'আল-বারাহিনুল কাতিআহ্' সহ ১৩১১ হিজরীতে গ্রন্থটি মুদ্রিত। তার ১০০ পৃষ্ঠায় ঐ কাল্পনিক মিথ্যা কথাটা হাদীসের নামে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু আল-বারাহীনের লেখক পেশকৃত হাদীসটি সম্পর্কে কোন আলোচনাই করেননি। এটা বড়ই দুঃখজনক। এ তথাকথিত কাল্পনিক কথাটা হাদীসের নামে কার মাধ্যমে কোন্ যুগে আবিষ্কৃত তার হাদীস পাওয়া না গেলেও 'আল মাজালিসুস সানিয়াহ্' নামক কিতাবের লেখক আহমাদ ইবনে শায়খ

হিজাবী আল ফাশনী- তিনি ষোড়শ খৃস্টাব্দের শেষের লেখক, তার পরিচয় 'আল আলাম যিরিকলী' ১ম খণ্ড ১০৯ পৃষ্ঠা; 'মুজামুল মুওয়াল্লিফীন, উমার রেযা কাহহালা ১ম খণ্ড ১৮৮ পৃষ্ঠা। তিনি উক্ত কিতাবে যা ১৩১৬ হিজরীতে মিসরে মুদ্রিত তার ৬৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন। ঐ যুগের আলেম নাজমুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে আলী আলগায়তী আল-মিসরী মৃত ১৫৭৬ খৃস্টাব্দ- (আল আলাম ৬ষ্ঠ খণ্ড ৬ পৃষ্ঠা, মুজামুল মুওয়াল্লিফীন ৮ম খণ্ড ২৯৩ পৃষ্ঠা)-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, উক্ত লাখ কালিমা বা ৭০ হাজার কালিমা মৃত ব্যক্তির জন্য পড়া সম্পর্কে উক্তিটি সত্যিই কি হাদীস? এ সম্পর্কে খাতিমাতুল মুহাদিসীন উসূলে হাদীস যা মাদরাসার পাঠ্য তালিকাভুক্ত শারহে নুখবা এবং রিজালশাস্ত্রের বহু গ্রন্থ প্রণেতা, সহীহ বুখারীর অদ্বিতীয় ভাষ্যসহ আরো বহু হাদীস গ্রন্থের লেখক হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : ঐ লাখ কালেমা খতম সম্পর্কে হাদীসের নামে প্রচারকৃত কথাটি জাল-বানোয়াট এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা।

بل هو باطل موضوع لا تحل روايته إلا مقرونا ببيان حاله.

অর্থাৎ তা হাদীসের নাম না দিয়ে বলতে হবে যে, তা মিথ্যা বানোয়াট বর্ণনা; তা ব্যতীত ঐ কথা উল্লেখ করা বৈধ হবে না। অর্থাৎ হারাম কাজ বলে গণ্য হবে। অতএব যারা সমাজে নিজেদের স্বার্থে বিদ'আত রসম রেওয়াজ প্রথা চালু করার জন্য আল্লাহর রাসূলের নামে কাল্পনিক মিথ্যা কথা প্রচার করে তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

من قال علي ما لم أقل فليتبوء مقعده من النار.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার নাম দিয়ে এমন কথা বলবে যা আমি বলিনি, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিল।” কেননা কতিপয় সিওম, চেহলামকারী আলিম ঐ মজলিসে উপস্থিত হয়ে খানাপিনা ও টু-পাইস অর্থাৎ কিছু মালপানি কামানোর হীলা বাহানা করে।

## সিওম চেহলাম ও ফাতিহাখানি সম্পর্কে আলোচনা

সিওম অর্থ মৃত ব্যক্তির নামে মৃত্যুর তৃতীয় দিনে দু'আর অনুষ্ঠান করা। চেহলাম অর্থ চল্লিশতম দিন রুহের মাগফিরাতের জন্য মৃতের বাড়ীতে জমায়েত হওয়া এবং কিছু দু'আ কালাম এবং কুরআন পাঠ করতঃ মৃত ব্যক্তির নামে বখশে দেয়া ইত্যাদি প্রথা সম্পন্ন করার পর তার বাড়ীতে খানাপিনা করা। তাতে কয়েকটি কাজ ঘটে : (১) কালিমা তাইয়্যিবা পাঠ, সূরা ইখলাস নির্দিষ্ট পরিমাণ পড়ার জন্য ছোলার দানা যোগাড় করা। (২) মৃতের নামে কুরআন খতম করা, দোস্ত-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনদের জমায়েত করা। (৩) খানা-পিনার ব্যবস্থা করা। এটা এক অভিনব বিদ'আত। কুর্রানে সালাসা বা ইসলামের শ্রেষ্ঠ তিন যুগে— এর আদৌ অস্তিত্ব ছিল না, বরং মৃতের বাড়ীতে খানা-পিনার জন্য জমায়েত হওয়াকে সাহাবীগণ 'নিয়াহাত' বলে উল্লেখ করেছেন, যা ইসলামপূর্ব যুগের রসম-রেওয়াজ ছিল। সাহাবী জারীর ইবনে 'আবদুল্লাহ বাজালী (রাযি.) হতে সুনান ইবনে মাজার হাদীস গ্রন্থে মৃতের বাড়ীতে খানা-পিনার ব্যবস্থা হওয়া অবৈধ; এ মর্মে ঐ হাদীসটা বর্ণনা করেছেন ১১৭ পৃষ্ঠায়। মুসনাদে আহমাদে ঐ হাদীস নিম্নরূপ- আমরা সাহাবীগণ মৃতের বাড়ীতে দাফনের পর একত্রিত হয়ে খানা-পিনা করা 'নিয়াহাত' বলে গণ্য করতাম। 'উমার (রাযি.) ঐরূপ জমায়েত হওয়া ও খানা-পিনার আয়োজন করাকে 'নিয়াহাত' অর্থাৎ যামানা জাহিলিয়াতের রসম বলতেন। অতএব সাহাবীগণের ইজমাসম্মত মাসআলা এই, মৃতের বাড়ীতে খানা-পিনার আয়োজন করা এবং ঐ উপলক্ষে জমায়েত হওয়া হারাম কার্য। বুলুগুল আমানীতে আরো উল্লেখ আছে :

واتفق الأئمة الأربعة علي كراهة صنع أهل البيت طعاما للناس  
يجتمعون عليه، وظاهره التحريم، لأن النياحة حرام وقد عده الصحابة  
رضي الله عنهم من النياحة فهو حرام \*

মৃতের বাড়ীতে খানা-পিনা তৈরি করা এবং সেখানে লোক জমায়েত হওয়া ইমাম চতুষ্টয়ের মতে মাকরুহ। তা মাকরুহে তাহরীমী। কেননা তা 'নিয়াহাত' বলে গণ্য। সাহাবীগণ ঐ খানার আয়োজন উপলক্ষে লোক



জমায়েত করা 'নিয়াহাত' বলে গণ্য করেছেন, সুতরাং তা হারাম- (বুলগল আমানী ৮ম খণ্ড ৯৭ পৃষ্ঠা)। দেওবন্দের হানাফী আলিমগণের সম্মিলিত মন্তব্য হল, হাদীস ও ফিকহের মাসআলা দ্বারা মৃত ব্যক্তির বাড়িতে খানার আয়োজন করা ও লোক জমায়েত হওয়া গুনাহর কাজ- (আল বারাহীনুল কাতিআহ ১০১ পৃষ্ঠা)। খোদ যারা এর প্রবক্তা তাদের মাযহাবের মুহাক্কিক আলিমগণ মন্তব্য করেছেন : “কে আদাতে নাবাবী নাবুদকে বারায়ে মাইয়েত জামা শুওয়ান্দ ও কুরআন খানান্দ ও খাতমাত খানান্দে নাবার সারোগোর ওনা গায়ের আঁ-ও ইঁ মুজমুয়ে বেদাতাস্ত”- (ঐ ১০২ পৃষ্ঠা)। হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাব ফাতহুল কাদীরে উল্লেখ আছে :

ويكره اتخاذ الضيافة من أهل الميت وهي بدعة مستقبحه.

ফার্সীর অনুবাদ নিম্নরূপ : নাবীর তরীকায় এ কথা আদৌ নেই যে, মৃতের বাড়িতে জমায়েত হয়ে কুরআনের কিছু অংশ পড়া বা খতম পড়া- তা কবরের পার্শ্বে হোক বা অন্যস্থানে হোক এরূপ জমায়েত হওয়া বিদ'আত। ফাতহুল কাদীরের ভাষ্যের অর্থ- মৃতের বাড়িতে খানা-পিনার আয়োজন ও যিয়াফত মকরুহ এবং তা জঘন্য বিদ'আত- (বারা-হীনে কাতেআ ১০৫ পৃষ্ঠা)। মৃতের বাড়িতে তৃতীয় দিবসে জমায়েত হওয়া আহলে সুন্নাতের সকল 'আলিমগণের নিকট অবৈধ নীতি, যদিও কুরআন পাঠ করা হয়। কেননা কোন একটি রিওয়ায়াত হতেও তার বৈধতা প্রমাণিত নয়- (১০৯ পৃষ্ঠা)। যারা ঐ কাজে উৎসাহ দেয় বা করে তাদের সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে যে, যারা সাধারণ মুসলিমদেরকে বিদ'আত হতে নিষেধ করেনা, দীন সম্পর্কে মূল্যহীন টিলামি নীতি প্রদর্শন করে এবং সত্য কথা প্রচারে পিছিয়ে থাকে তারা বোবা শয়তান হিসাবে গণ্য। এতে দীন ইসলামে ফাসাদ সৃষ্টি করা হয়, আহলে সুন্নাতের কাজতো মুনকার কাজ অর্থাৎ যা সুন্নাত হতে প্রমাণিত নয় এরূপ কাজকে নিষেধ করা। ১১১ পৃষ্ঠায় শাইখ মুহাদ্দিস 'আবদুল হক (রহ.)-এর মন্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন : মৃতের উদ্দেশে সিওম করা হারাম, বিদ'আত এবং ঐ উপলক্ষে অন্যদের জমায়েত হওয়াও হারাম ও বিদ'আত।

সিওম অনুষ্ঠান হিন্দুদের তীজার অনুকরণে করা হয়েছে। হাদীস দ্বারা প্রমাণ আছে, কোন কওম বা ব্যক্তি যদি অন্য কওমের অনুকরণ করে



কিয়ামাত দিবসে তারা সে অনুসৃত কওমের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। আহমাদ রেজা ইবনে নাকী আলী ইবনে রেজা আলী আফগানী (১২৭২-১৩৪০ হিজরী) যিনি সিওম চেহলাম-এর প্রবক্তা তিনিও তার উক্ত কিতাব 'আল আনোয়ারুস সাতেআহতে' স্বীকার করেছেন যে, হ্যাঁ, সিওম- যাকে ভারতীয় ভাষায় তীজা বলা হয় তা হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সারাওগী, বষণী, আগরওয়াল, এদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা (বাংলা ভাষায় সারাওগী সরাক সরাবক হিন্দু জৈন সম্প্রদায়ের লোক। বষণী অর্থে বৈশ্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষক বণিক ও পশুপালক শ্রেণী। আগরওয়াল- বাংলায় আগরবাল বা আগরবালা বলা হয়, দিল্লী, আখা প্রভৃতি স্থানের বৈশ্য সম্প্রদায় বিশেষ)। মোট কথা হিন্দু সম্প্রদায়ের এইসব শ্রেণীর মধ্যে মৃতের তিন দিনের দিন বিশেষ অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে। আহমাদ রেজা খান এ কথা স্বীকার করতঃ মন্তব্য করেছেন যে, হিন্দুদের ঐসব সম্প্রদায়ের মধ্যে সিওম প্রথা চালু আছে এবং মৃতের প্রতি ইসালে সওয়াবের জন্য ব্রাহ্মন এসে তাদের ধর্মবাণী পড়ে। মৃতের আত্মীয়বর্গরা সেখানে উপস্থিত থাকে। তবে মুসলিম সিওমের ও হিন্দু সিওমের মধ্যে ফারাক বর্ণনায় তিনি বলেছেন- হিন্দুদের সিওমে কেবল ব্রাহ্মণই পড়ে, অন্যান্য আত্মীয়বর্গরা সেখানে উপস্থিত থাকে না। আর মুসলিমদের সিওমওয়ালাদের আত্মীয়রাও কালিমাখানী করে। অতএব তাতে হিন্দু রসমের সাথে সাদৃশ্যতা পুরাপুরি হয় না (আহমাদ রেজার মতে)।

কিছু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইসলামী রীতিনীতি বা শরঈ অনুষ্ঠানতো শরা মুহাম্মাদী হতে প্রমাণিত হতে হবে। অন্য জাতি যারা আদৌ নবুওয়াত ও রিসালাত স্বীকার করেনা বরং তাওহীদের ঘোর বিরোধী তাদের রসম রিওয়াজকে নিয়ে তার উপর ইসলামী লেবেল লাগালেই তা ইসলামী অনুষ্ঠান হবে না। বরং এতে পর্দার আড়ালে মাযহাবের বেনামীতে হিন্দু মুশরিকানা নীতিই উজ্জীবিত করা হবে।

ভারতগুরু শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) তাঁর জীবনের যে শেষ ওয়াসীয়াতনামা ফার্সী ভাষায় লিখেন তাতে আটটি ওয়াসীয়াত আছে। প্রত্যেকটি ওয়াসীয়াতের শাখা প্রশাখা আছে। তার প্রথম নম্বর ওয়াসীয়াতে বলেছেন :

“ই‘তিকাদ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও ‘আমালে কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে থাকা, আহলে সুন্নাতের পূর্বপুরুষ অর্থাৎ সাহাবীগণের মাযহাব ‘আকীদাহ্ ও ‘আমালকে অনুসরণ করা। কোন ব্যক্তি বিশেষের তাকলীদের কারণে রাসূলের সুন্নাতকে পরিহার না করা।” তিন নম্বর ওয়াসীয়াতে বলেছেন : “এ যুগে মাশায়িখদের হাতে হাত না দেয়া, আর কখনও তাদের মুরীদ না হওয়া। কেননা তারা আজকাল বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ‘আত ও রসমে জড়িয়ে আছে। তাদের নামে হাকডাক, অধিক লোকের প্রতি ঝুঁকে যাওয়া বা তাদের মুরিদের সংখ্যাধিক্য দেখে ধোঁকায় না পড়া। তাদের কারামতির প্রতি ঞ্ক্ষেপ না করা। হাদীসের কিতাব বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী এবং ফিক্‌হ হানাফী, শাফি‘ঈ বুঝে পড়বে। আর হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ থেকে যে সুন্নাত তরীকা প্রমাণিত হয় তার প্রতি ‘আমাল করবে।

সাত নম্বর ওয়াসীয়াতে বলেছেন : হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত রসম-রিওয়াজ পালন না করা এবং এর চার নম্বর শাখায় বলেছেন : এক অতি জঘন্য খারাপ রসম সিওম, চেহলাম, ফাতিহাখানি ইত্যাদি। সমাজে রসম যা চালু আছে তা মুসলিমদের প্রথম যুগে ছিল না। অর্থাৎ সেগুলো অতি জঘন্য রসম। শরীয়াতের শিক্ষা মুতাবিক মৃতের বাড়ীতে পাড়ার মেয়েরা গিয়ে তাদের ময়লা কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করে দেয়া, তাদের গোসল করানো ইত্যাদি কাজের সহায়তা করবে। আর স্বামী ছাড়া অন্য কারো জন্য তিন দিনের বেশী শোক করা ইসলামী তরীকার বিপরীত।

আব্বাহর রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “যে ব্যক্তি আব্বাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনবে সে যেন কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক না করে।”

কুরআন ও কালিমাখানি বা ফাতিহাখানির কোন অস্তিত্ব আব্বাহর রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবী-তাবেঈনদের যুগে ছিল না। আব্বাহর রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

যারা আমাদের দীন তরীকায় এমন কথা আবিষ্কার করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় ঐ ধর্মীয় তরীকা পরিত্যাজ্য। তোমরা দীন ধর্মের ব্যাপারে

বিদ'আত থেকে সাবধান থেকে। ধর্মের নামে প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহী নীতি। ইসলামী তরীকায় যাকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলা হয় তা আল্লাহর রাসূলের জীবদ্দশায় পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেছে। ঐ দীন ধর্মের নামে কোন কাজ বা অনুষ্ঠান যা রাসূলের যামানায় ছিলনা তা সমস্তই বিদ'আত। দুনিয়াদারী ও ধর্মীয় ব্যাপার এক নয়। আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুমগণকে একবার ফসল ফলানোর ব্যাপারে একটা উপদেশ দিয়েছিলেন, এতে খুব বেশী উপকার হয়নি। তখন সাহাবীগণ এ ব্যাপারে অভিযোগ করায় রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : “ফসল ফলানো ব্যাপারটা তোমরা যেভাবে বুঝবে তা করবে; তবে আমি যখন দীনের ব্যাপারে কোন কথা বলবো তখন তার ব্যতিক্রম করা চলবে না।”

অতএব ধর্মীয় ব্যাপারগুলো সীমাবদ্ধ ও নির্ধারিত বিষয়। আর দুনিয়াদারীর জন্য মানুষ স্ব-স্ব যুগ অনুপাতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও উন্নতিকল্পে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। এতে শারী'আতের কোন বাধা নেই এবং ঐগুলোর সাথে বিদ'আতের কোন সম্পর্ক নেই। তবে ধর্মীয় ব্যাপারে উম্মাতে মুসলিমা যখনই আল্লাহর রাসূলের দেয়া বিধানের বাইরে যাবে বা অতিরিক্ত কিছু করবে তখনই তারা তাদের ধর্মের মূল ভিত্তি তছনছ করবে।

মৃত্যুর তিন দিনের দিন অথবা ৪০তম দিনে মৃতের নামে কুরআন পড়ানো, খানা-পিনা দান করা এই মনে করে যে, মৃতের উপকার হবে— এগুলো দ্বারা মৃতের উপকার না হয়ে বরং আরো অপকার হবে যদি ঐ মৃত ব্যক্তি ঐ ধরনের কাজের প্রতি তার জীবদ্দশায় সম্বলিত বলে প্রমাণ হয়। আর যদি কেউ বলে : আমরা আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগের দীনের কাজগুলো ঠিক ও যথেষ্ট মনে করি, ঐ সাথে আমাদের দেশাচার বা সমাজে ধর্মের নামে প্রচলিত কাজগুলোকে মেনে চলি যাতে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয় তাহলে তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায় হবে যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও পড়ে, আবার মৃতের কবরে গিয়ে সিজদা করে বা কোন পাথরকে সিজদা করে, এই মনে করে যে তার মধ্যেও আল্লাহর শক্তি আছে এবং তাকে ভক্তি করে সিজদা করলে হয়ত জীবনে

কোন উপকার হবে। এ ব্যক্তি যেমন আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশীদার করল; অনুরূপ যারা সিওম-চেহলাম, ফাতিহাখানি, কালিমাখানি করে মৃতের উপকার আশা করে সেও আল্লাহর দেয়া বিধানের সাথে অন্যের কথাকে ধর্মীয় বিধান মনে করায় আল্লাহর সাথে শরীক করল। তাই আমরা বলি, অধিক তর্ক-বিতর্ক না করে সিওম চেহলাম, ফাতিহাখানি, কালিমাখানিওয়ালারা ঐ বিষয়ে আল্লাহর রাসূলের অন্ততঃ একটি হাদীস পেশ করুক, যদি তারা সত্যিই রাসূলকে রাসূল বলে মানতে চায়। রাসূল অর্থ আল্লাহর বিধানসহ প্রেরিত নাবী অর্থাৎ আল্লাহর নিকট হতে জগৎদাসীকে সংবাদ সরবরাহকারী। এ দুই কাজ নাবী ও রাসূল ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা বান্দাগণ প্রাপ্ত নয়।

এদেশে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত হবার দাবীদাররা এসব ‘আমাল করে। অথচ উম্মাতে মুসলিমার মধ্যে দল উপদল সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব হতে আহলে সুন্নাতদেরকে সালাফ বলা হত অর্থাৎ সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুমগণকে সালাফ বলা হত। তারপর তাদের নিষ্ঠাবান অনুসারী তাবীঈগণকে ঐ যুগে আহলে সুন্নাত বলা হত। আর সাহাবীগণের তরীকার বিপরীত নীতিওয়ালাদেরকে বিদ‘আতী বলা হত এবং তাদের ঐ নীতিকে বিদ‘আত বলা হত। মাইমুন ইবনে মেহরান যিনি ১০৭ হিজরীতে মারা যান, তিনি তার যুগে কতিপয় গলদপন্থীদের অবস্থা লক্ষ্য করে বলতেন :

لونشر فيكم رجلا من السلف ما عرف ال اقبلتكم- سير أعلام

النبلاء للذهبي رح, ص ٧٦-ج-٥

“যদি সালাফের কোন একজন লোককে পুনরুত্থান করানো হয় তাহলে তোমাদের কিবলা ব্যতীত আর কোন আদর্শকে ইসলাম বলে সে চিনতে পারবে না।” (সিয়ারে আ‘লামুন নুবালা ৫ম খণ্ড ৭৬ পৃষ্ঠা)

শাইখ ‘আবদুল কাদির জীলানী (রহ.)-এর নামে যারা গিয়ারভী করে তারা জেনে রাখুক যে, তিনি বলেছেন : আহলে সুন্নাত বলতে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত; আর জামাআত বলতে সাহাবীগণের জামা‘আত। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলা হয় ঐ জামাআতকে যারা সাহাবাগণের তরীকায় রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসারী। তিনি আরও বলেছেন : একমাত্র আহলুল



হাদীসরাই প্রকৃতপক্ষে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত, আর যারা এদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে তারা বিদ'আতী দল। (গুনইয়াতুত্ তালিবীন)

## সিওম চেহলামের খানা-পিনায় ইসলামী অর্থনীতির অপচয়

শারী'আতে মুহাম্মাদীয়া মানব জাতির বড় কল্যাণ সাধন করেছে যার প্রতিটি নীতি মানবতার প্রতীক জাতীয় কল্যাণের আহ্বায়ক। হাদীস গ্রন্থে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে মৃত ব্যক্তির জন্য যে কাজগুলো করণীয় বলে প্রমাণিত তাতে জাতির জন্য সমূহ কল্যাণ নিহিত। মুসলিম হিসেবে পরকালের প্রতি মানুষের বিশ্বাস তার ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ জগত ছেড়ে- এর সুখ-সুবিধা ভোগ লালসা সমস্ত কিছু হতে বিদায় হয়ে তাকে ঘোর অন্ধকার কবরে যেতে হবে। সেখানে তার রব-মালিক প্রকৃত পালনকর্তা সম্পর্কে এবং তার ধর্মীয় বিশ্বাস ও জগতের সমূহ কল্যাণের জন্য প্রেরিত রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে মোট তিনটি প্রশ্ন করা হবে, আর এতে ইসলামের মূল তত্ত্ব নিহিত।

তাওহীদের নিগুঢ় রহস্য, দীন ধর্মের মূল ভিত্তি এবং রাসূলকে প্রকৃত অর্থে রাসূল বলে তাঁর নির্দেশিত নীতির অনুসরণকারী কিনা তা পরীক্ষা করা হবে। ঐ সাথে মৃত্যুর পর যে যে কাজগুলি তার ঐ অবস্থায় কাজে আসবে- কবরে হাশরে সেগুলোর প্রতিই আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

“ইল্মুন ইয়ুনতাফাউ বিহী” যে ‘ইল্ম দ্বারা উন্মাতে মুসলিমা উপকৃত হবে, এতে মানুষকে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতঃ অপরকে শিক্ষা দেয়া অথবা ঐ ‘ইল্ম শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যা করণীয় যথা মাদরাসা স্থাপন, মাদরাসায় এরূপ সম্পত্তি দান করা যাতে -এর আয় হতে আল্লাহর দীন শিক্ষা দেয়া এবং প্রচার করা যায়, ইসলামী শিক্ষার জন্য কুরআন হাদীসের সহীহ অনুবাদ প্রকাশ ও প্রচার ইত্যাদি কাজের সহায়ক হবে। দীন প্রচারের জন্য মুবাল্লিগ নিযুক্ত করা যায় ঐ সম্পদের আয়ের উৎস হতে। যেমন মুহসীন ফান্ড নামে একটি ফান্ড প্রচলিত আছে। এরূপ



কাজের প্রতি ধনী সম্প্রদায় আগ্রহী হয়ে তার যথাযথ ব্যবস্থা তার জীবদ্দশায় করে গেলে, ইসলামী শিক্ষা সজীব হবে এবং তার প্রচার ও প্রসারে বড় সহায়ক হবে।

অতএব সে যেন আল্লাহর দীনকেই সাহায্য করল, আর আল্লাহর দীনকে যে সাহায্য করবে- রাক্বুল 'আলামীন আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্য করবেন। আর যাদের আর্থিক সঙ্গতি নেই তারা পিতা-মাতার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করবে। এতে তার নিজের সংযত হওয়া এবং ভবিষ্যত বংশধরকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করার প্রতি উদ্বুদ্ধ হওয়ায় সহায়ক হবে। মুসলিম হিসেবে সে কুরআন মাজীদ শিক্ষার জন্য এবং সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা দেয়ার জন্য তৎপর হবে। নিজেকে রক্ষার জন্য আল্লাহর প্রেরিত দীনের সামনে মাথা নত করে রাখবে। আর যখন ব্রাহ্মণ্যবাদের বা হিন্দুয়ানী রীতি-নীতির আওতায় মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণ ডেকে শ্রাদ্ধ করার ন্যায় খানা-পিনা ও ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দেয়ার ন্যায় মৌলভীদের টাকা-পয়সা দিয়ে মুক্তির সন্ধান করবে, তখন নিজেকে 'আমলশূন্য করে হিন্দুদের ন্যায় ব্রাহ্মণের উপর ধর্মের দায়-দায়িত্ব ন্যস্ত করতঃ মুক্তির ভার তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে মানুষ এক লাগামহীন শ্রেণীতে পরিণত হবে। আর মৃত্যুর পর অশিক্ষিত মোল্লা-মুন্সীরা কুরআন নিয়ে তাকে উদ্ধারের জন্য রাত্রি জাগবে, না হয় কতকগুলো শিক্ষাহীন মোল্লা তালবিলিমের দল টুপি, রুমাল জড়িয়ে শকুনীর ন্যায় মরা খাওয়ার আশায় ও তাদের পকেট খরচার আশায় ছুটে বেড়াবে এ বাড়ী আর ও বাড়ী। অথচ এদেশে যারা নিজেদেরকে হানাকী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলে খুব ফলাও করে প্রচার করে তাদের মাযহাবের সমস্ত কিতাবে তাদের ইমামগণের উক্তি উদ্ধৃত আছে যে, মজুরী নিয়ে যারা কুরআন পড়বে তারা নিজেরাই পড়ার নেকী পাবে না; সেক্ষেত্রে ঐ পড়ার নেকী অপরকে পৌছাবে কিভাবে? যে ব্যবসায় তাদের নিজেদের লাভতো দূরে থাকুক তাদের পুঁজিই শেষ; যে ব্যবসা দ্বারা তারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে সমর্থ নয়, তা দিয়ে অপরকে কিভাবে রক্ষা করবে? আর ঐ শ্রেণীর শকুনীদের দু'আ করা তো ঐ খানাপিনা ও অর্থের বিনিময়ে; ঐ নিয়মে মুক্তির সন্ধান কত গরীব যে কষ্ট পায় তার ইয়ত্তা নেই।

কিছু সংখ্যক গরীব হিন্দু শ্রাদ্ধ করার জন্য যেমন লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে, আত্মীয়-স্বজনের কাছে ধর্ণা দেয়; অনুরূপ মুসলিম নামীয় ঐ আকীদা পোষণকারী লোকগুলো মৃত ব্যক্তির দ্বারে দ্বারে ঘুরে, আর তাদের সম্মান-সম্মতির নিজেদের অনু কষ্ট থাকা সত্ত্বেও, মৃতের মুক্তির জন্য ভাল খাবার ও টাকা-পয়সা মৌলভীকে দিতে হয়। আর অনেকে ঐ আশায় সম্বন্ধে পালিত ছাগল-মুরগী বিক্রি করে মোল্লাদের খাওয়ায় এবং মৃতের নামে তাদেরকে টাকা-পয়সা দিতে বাধ্য হয়। সেখানে দর কষাকষিতে চলে কত অনুনয় বিনয়। এ করুণ দৃশ্য সমাজের অতীব দুঃখজনক নোংরা চিত্র, যা মহান ইসলামী আদর্শকে ধ্বংস করে। এতে জন-কল্যাণমূলক অর্থনীতির ধ্বংস সাধন হয়। অসহায় গরীব দুঃখ কষ্ট পায়। এভাবে মৃত স্বামী বা পিতা-মাতার জন্য কত গরীব দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। আর অশিক্ষিত মোল্লার দল খোদার ষাড় হয়ে ছুটে যায় এ ক্ষেত্রে ও ক্ষেত্রে ফসল খাবার জন্য। অনেকের মাতা বা পিতা মারা যাবার আগে কদিন যাবৎ বেহঁশ থাকায় সালাত আদায় করতে সক্ষম না হলে সমাজের ঐ শ্রেণীর মোল্লারা খৃস্টান পাদ্রীদের অনুকরণে টাকার অংক ধার্য করে এত ওয়াক্তের নামাযের এত টাকা কাফ্ফারা হিসাব কষে দেয়। তখন সে হন্যে হয়ে ছুটে আসে দীন ইসলামের সত্যিকারের শিক্ষা জানতে।

অথচ ইসলামে এ বিধি ব্যবস্থা আদৌ রাখা হয়নি। কোন মুসলিম মৃত্যুর পূর্বে হঁশহারা হয়ে থাকলে, বাক বন্ধ অবস্থায়, বাহ্যিক জ্ঞানশূন্য থাকা অবস্থায় মারা গেলে তার জন্য নামায পড়ে দেয়া বা নামাযের ফউত হওয়া ওয়াক্তের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ কাফ্ফারা দীন ইসলামে আদৌ নির্ধারণ করা হয়নি, তাতে বিশ দিন বা বিশ ওয়াক্তের নামায কম বা বেশী যা'ই তার বাদ যাক। যদি তার পরে হঁস হয় তাহলে শুয়ে শুয়ে, ইশারায় হলেও নামায আদায় করবে। বেহঁশ ব্যক্তি যখনই হঁশ প্রাপ্ত হবে, তখনই তার ঐ দিনের ছুটে যাওয়া নামায পড়ে নিবে। অধিক হলে তাকে তার বেহঁশ অবস্থার দশ/বিশ দিনের নামায আদায় করতে হবে এরূপ আইন ইসলামে আদৌ নেই। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হারুন আবু বাকার আল খাল্লাল (২৩৪-৩১১ হিজরী) তাঁর কিতাব 'আল ওয়াকুফ'-এ মৃত ব্যক্তির

উপকার করা অধ্যায়ে ৫৫৮-৫৬১ পৃষ্ঠায় এগুলির উল্লেখ করেছেন। হ্যাঁ, কেবল কারো রোযা কাযা থাকলে তার পক্ষ হতে ওয়ারিসগণ— যথা ছেলে-মেয়ে বা স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, ভাই-ভগ্নিরা যারা সামর্থ্য রাখবে তারা রোযা রাখবে। অথবা হাজ্জ করা যার জন্য ফরয ছিল অথচ কোন কারণে হাজ্জে যেতে পারেনি, সে হাজ্জে যাবার সত্যিকারের আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অপেক্ষায় ছিল তার পক্ষ থেকে হাজ্জ করার বিধান শরীয়াতে রাখা হয়েছে। তাই বলে নামাযের কাফফারা আদৌ রাখা হয়নি বা কারো পক্ষে কেউ নামায আদায় করবে এ বিধানও শারী‘আতে দেয়া হয়নি। জনৈক আনসারী সাহাবীর মাতার মৃত্যুর পূর্বে বাকশক্তি বন্ধ হয়ে যায়। তার সন্তান আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তার মায়ের নামে সাদাকা করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন, তখন আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

তার পক্ষ থেকে পানি সাদাকাহু কর। অতঃপর তিনি একটি কুয়া খনন করে দেন, ঐ কুয়ার নামকরণ হলো উম্মে সা‘দির কুয়া। মাদীনায় পানি স্বল্পতার কারণে পানির অধিক প্রয়োজন হেতু রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ ধরনের জনকল্যাণমুখী সাদাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেখানেতো যথেষ্ট মুহাজির সাহাবা আসহাবে সুফফা ছিলেন যারা দিনে লাকড়ী কেটে বিক্রয় করতঃ আহারের ব্যবস্থা করতেন আর রাত্রে কুরআন-হাদীসের ইল্ম শিক্ষা করতেন। সেক্ষেত্রে কুরআন পড়িয়ে তাদের খাইয়ে মৃতের কল্যাণের বিধান শাস্ত্রে থাকলে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ অতীব প্রয়োজন মুহূর্তে ঐ ব্যবস্থা দিতেন। কিন্তু যারা দীন ইসলামের মূল উদ্দেশ্য বুঝতে চায় না তারা মানুষকে ভিন্ন পথে নিয়ে যায় নিজেদের স্বার্থের জন্য। মাদীনায় পানির কষ্ট ছিল। আর যদি কোন এলাকায় বন্যার পানির জন্য ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি হতে থাকে, সেখানে যারা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে খানাপিনার আয়োজন ও মোল্লা-মুন্সীদের পকেটজাত করতে তাদের মৃতের সৎকার করার বিধান মনে করে, এদের যদি কোনদিন সত্যিকার অর্থে ইসলামের আদর্শ বুঝার তাওফীক হয় ঐ সমস্ত কোটিপতিরা ঐ ধরনের বন্যা কবলিত এলাকায়

বাঁধ দিলে পরিমিত পরিমাণ ফসল ফলানোর ব্যবস্থায় এলাকার খাদ্যাভাব দূর হয়, এতে বহু গরীব চাষীর অনু কষ্টের সমাধান হয়। আল্লাহর দেয়া মাল দ্বারা আল্লাহর বান্দাগণের স্থায়ী উপকার পাওয়ার পথ খুলে যায় এবং সাদাকায়ে জারীয়া এভাবে ইসলামী অর্থনীতির সংরক্ষণ ও সংবর্ধন হয়ে জাতীয় কল্যাণের সড়ক তৈরী হয়। আর যদি বেঁহুশের দরুন মৃতের নামায ছুটে যায় সেক্ষেত্রে মোল্লা-মুঙ্গীদের পকেট না ভরে এমন সাদাকা করল যাতে জনকল্যাণ হয়। যেমন- সেখানে মাসজিদ করতে পারে কিংবা মাসজিদে অয়ুর পানির ব্যবস্থা নেই অথবা বর্তমানের চাহিদা অনুপাতে বিদ্যুৎ কিংবা পাখা (ফ্যান) হলে নামাযীরা গরমের মধ্যে আরামের সাথে সালাত আদায় করতে পারে।

বাতি লাগিয়ে দিলে, ওগুলো হালকা সাদাকার মধ্যে জনকল্যাণের ব্যবস্থা করা হল। আর কোটিপতিরা যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে চেহলাম করে ইসলামী শারী'আতের মুখ কালো করে, তাদের মধ্যে তরীকায়ে মুহাম্মাদীয়ার নূর পয়দা হলে ঐ লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলে গরীব-দুঃখী এতিম বেওয়ারা খেতে পারবে এবং শিল্প কারখানার উৎপাদিত আয় হতে অন্যান্য পশু অচলদের জীবন চলার ব্যবস্থা হতে পারে। এভাবে জাতীয় অর্থনীতির চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। কিন্তু চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী। তারা জাতির কল্যাণ বুঝে না, ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখাও বুঝে না। কেবল পীর বাবা কেবলা হুজুরদের কাছে বাহবা নেয়ার জন্য তাওহীদ ও সুন্নাহর সরল-সহজ মানবতার ধর্মকে দাফন করে দিচ্ছে তাদের জৌলুসের আড়ালে।

## কবর পাকা করা এবং তাতে লিখা হারাম

জাবির (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর পাকা করতে, কবরের উপর বসতে এবং কবরের উপর কোন রকম নির্মাণ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)

উল্লেখিত কার্যসমূহেও ইসলামী অর্থনীতিকে ধ্বংস করা হয়, যেভাবে নাসারাদের গোরস্থানের অনুকরণে মুসলিমদের গোরস্থান পাকা করা,



চুনকাম করা, নাম খোদাই করা হয়। ঐরূপ খরচা দ্বারা অনেক বেওয়া ইয়াতীম অনাথ আতুরের বসবাসের জন্য, রৌদ্র বৃষ্টির হাত হতে রেহাই পেয়ে মাথা গোজার জন্য ছোট গৃহ নির্মাণ করা যায়। কিন্তু কবর পাকা করে শারী'আতের নির্দেশ অমান্য করে মৃতের উপকারতো হয়ই না, বরং জীবিতদের পাপের বোঝা বাড়ে। কে বুঝাবে তাদের এ কথা? তাদের সামনে শারী'আতে মুহাম্মাদীয়ার কথা বলতে গেলে ইসলামের অপব্যাক্যকারী ওহাবী বলে চিহ্নিত করতঃ অন্যদেরকে তাদের পিছনে লেলিয়ে দিবে। এরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় ইসলামের শত্রুদের যেমন সমতুল্য নয়, অনুরূপ ধর্মীয় ব্যাপারেও তাদের হতে শ্রেষ্ঠ নয়; কেননা এসব ইসলামী দাবীদাররা অন্য জাতির সাথে সমান তালে পাল্লা দিয়ে কিছুটা এগিয়েই থাকে। নাসারারা তাওরাত ও ইনজিলের আহকাম রদবদল করতে করতে তাদের দীনের খাঁটিরূপ সম্পূর্ণরূপে পাল্টিয়ে মানুষের রচিত কথাগুলো ধর্মের নামে প্রচার করে থাকে। অনুরূপ ঐ শ্রেণীর মুসলিমরা আল্লাহর কিতাব, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতকে দাফন করে কবর কোম্পানীদের ন্যায় জনগণকে ধর্মের কথা বলে; এরা রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদেশ নিষেধের কোন তোয়াক্কা করে না। কবরে গৃহ নির্মাণ বা কুন্ডা তৈরি করা বা কবরে লিখা সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এদেশে মাযহাবী মুক্বাল্লিদ ভাইয়েরা ইমাম আবু হানীফার মাযহাবধারী বলে দাবী করে নিজেদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলে প্রচার করেন। অথচ খোদ ইমাম আবু হানীফাই (রহ.) কবর পাকা করা, কবরের উপর কোন্ডা (গম্বুজ) করা খুবই ঘৃণা করেছেন এবং কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন।

(কাবীরী শারাহ মুনইয়াতুল মুসাল্লী, ৫৫৩ পৃষ্ঠা)

অতএব এরা রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কেও মানে না, মাযহাবের ইমামকেও মানে না। এরা মুহাম্মাদীও নয়, হানাফী বা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতও নয়, বরং এরা শীয়া, রাফেজীদের অনুসারী হিসাবে এক বিদ'আতী ফির্কা। আজ যদি ইসলামী শক্তি পুনরুজ্জীবিত হত তাহলে কবরস্থানের ইটগুলো দিয়ে কয়েকটি অনাথ পরিবারের আশ্রয়



কেন্দ্র বানিয়ে দেয়া যেত। আর হিন্দু ও তাদের ব্রাহ্মণদের ন্যায় সিওম, চেহলাম, ওরশ, ফাতিহাখানি ইত্যাদি রসমগুলো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে আইন জারী হত। আজ অবস্থা এর বিপরীত— সুলতান নাসিরুদ্দীন ইবনে ইলতুথমিশ অর্থাৎ সুলতানা রাযিয়ার ভাই মাহমুদ নাসির উদ্দিন সম্পর্কে মুর্শিদাবাদ জেলার স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের শিখানো হতো— “বাদশা বেগম ঝামঝামাঝাম সোনার শিশু ভাই; বাদশা করে টুপি সেলাই বেগম রাঁধে ভাত। চায় না কিছু পরের কাছে পরকে করে দান, সকল রাজার উপর থেকে বাড়ল তাঁর ঈমান।”

আর আজকালকার শাসকরা ঠিক— এর উল্টো পথেই চলে। অনাথ অসহায়দের নামে অন্য রকম হতে যে অনুদান আসে সেগুলো শাসকগোষ্ঠীর উদর পূর্তির পর তাদের তোষামোদী দলের নেতারা ভোগ করে। তাদের লেজুড়, প্রশাসন বিভাগের হর্তাকর্তারা চোর ডাকাত দমন করার পরিবর্তে তাদের উপর মাসোহারা নির্ধারণ করে দেয়। ফলে কেউ সৎ হয়ে চলতে চাইলেও থানার দারোগা পুলিশদের তাড়নায় পাপ করতে বাধ্য হয়। আর সমাজের কতিপয় অশিক্ষিত মোল্লা মুঙ্গীরা ধর্মের নামে শিরক-বিদ'আতের বাজার খোলে। এলাকায় কোন মৃত্যুর সংবাদ পেলে মৃতের ওয়ারিশদের নিকট হতে পয়সা কামাই করা ও পেট ভরার জন্য মরা উদ্ধারের বাহানায় ছুটে বেড়ায়। আর জাহিল মাতব্বরগণ তাদের সাথে মিলে ভোজ খাওয়ার আশায় মৃতের ওয়ারিসগণকে খরচ করাতে বাধ্য করে।

এভাবে গোটা উম্মাত আজ মূর্থতাবশতঃ বিদ'আতের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত। কোন মৃতের কবরে তার উপকার করার জন্য অন্তর হতে নির্জনে তার জন্য দু'আ করা বা নিজের মৃত্যু ও কবরের কথা মনে করে সময় সময় কবর যিয়ারাত করে আল্লাহর নিকট কবরবাসীদের জন্য দু'আ করলে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের হক আদায় করা হয়। তা না করে তারা গরীব মৃতের ওয়ারিশদের ঘাড়ের বোঝা হয়। আজকাল কবর কোম্পানীদের ভাল আমদানী দেখে শাসকগোষ্ঠীর লোকেরা ঐ কারখানাগুলো নিজের আয়ত্তে এনে আমদানীর ভাগ-বাটোয়ারার পায়তারা করছে। মৃত ব্যক্তির নামে সাদাকা জারীয়া করতঃ কবরে তার উপকার করার পরিবর্তে আজ মরা

মানুষ ও তার কবর এক শ্রেণীর জীবিতদের জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ মরা মানুষ ও তার কবরটি উল্টো জীবিতদের জন্য সাদাকাহু জারীয়া স্বরূপ কাজ করে যাচ্ছে। এ যেন গোটা জাতির নীতি ও গতি উল্টো পথে চালিত। সুলতান মুহাম্মাদ তুঘলক ও তাঁর পিতা নিজ নিজ শাসনামলে মাজারের নামে দানকৃত সম্পত্তিগুলো মাজার কোম্পানীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করে দেন। আর মহিলাদের মাজারে গমনাগমন কঠোরভাবে নিষেধ করে দেন, যার কারণে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা ইতিহাস লিখে তাকে দোষারোপ করা হয়।

## ঈদাইন, ১০ মুহাররম এবং ১৫ শা'বান রাতে মৃতের নামে ফাতিহাখানি সম্পর্কে আলোচনা

উল্লেখিত বিষয়ের পক্ষে বলা হয় যে, 'ফিকহে খাযানাতুর রিওয়াযাত' কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঈদের দিন কিংবা জুমু'আর রাত বা আশুরা অথবা ১৫ শা'বানের রাত উপস্থিত হলে, মৃতের রুহ তাদের গৃহের দরজায় উপস্থিত হয়ে বলতে থাকে : "আমাদের অবস্থা তোমরা কেউ মনে করো? আমরা কবরে কত কষ্ট ও সংকীর্ণ অবস্থায় আছি, আমাদের প্রতি তোমরা সাদাকা কর, দু'আ কর" ইত্যাদি আবেদন করতে থাকে। অতএব ঐ রাত্রিগুলোতে মূর্দার নামে দান খয়রাত সাদাকা করা এবং তাদের জন্য দু'আ করার ব্যবস্থা করা হয়। আর দু'আ করা সকলের দ্বারা হয়না; কাজেই মৃতের আত্মীয়রা মোল্লা-মুন্সীদের ডেকে দু'আ করাবে এবং মৃতের নামে সাদাকাহু করার টাকা-পয়সা মোল্লাজীদের হাতে তুলে দিবে। এভাবে ঐ সমস্ত রাত্রিগুলোতে বিশেষ করে তথাকথিত শবে-বরাত ১৫ শা'বানের রাতে এক এক মোল্লাজী বাড়ী বাড়ী ঘুরবে, তাদের মৃতের জন্য মাগফিরাত কামনা করবে এবং সাদাকার নামে টাকা-পয়সা, হালুয়া-পরোটা রুমালে বেঁধে বাড়ী ফিরবে। আর তারা দক্ষিণা নিয়ে হিন্দুদের ন্যায় মৃতের সৎকার করবে। হ্যাঁ, যদি কেউ বলে তা হাদীসে আছে যেমন 'খাযানাতুর রিওয়াযাত' কিতাবে উল্লেখ হয়েছে— এর উত্তর এই যে, ঐ

ধরনের কথা কোন হাদীসের গ্রন্থেই বর্ণিত হয়নি। বরং ওটা সহীহ হাদীসের বিপরীত। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি মু'মিন হলে তাকে বলা হয়— তুমি কবরে ঐরূপভাবে নিদ্রা যাও যেমন নতুন দুলহা ঘুমায় অর্থাৎ আরামের ঘুম-ঘুমাও; আর যদি মু'মিন না হয় তাহলে মোল্লা-মুঙ্গী দিয়ে কবর যিয়ারাত, মোল্লা-মুঙ্গীকে ডেকে দান খয়রাত করা ও দু'আ খায়ের করে কোনই ফায়দা লাভ হবে না। ঐ রাতগুলোতে বাড়ি বাড়ি ঘুরার আকীদা সম্পূর্ণ গলদ— এর কোনই প্রমাণ নেই। 'খায়ানাতুর রিওয়ায়াত' কিতাবের লেখক কাযী জাগান গুজরাটের বাসিন্দা (মৃত্যু ৯২০ হিজরী)। উক্ত কিতাব হানাফী পণ্ডিতগণের নিকটও আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। কেননা তা কাল্পনিক কথা ও জাল বানোয়াট হাদীসে ভরপুর— (নুজহাতুল খাওয়াতির ৪র্থ খণ্ড, ৮০ পৃষ্ঠা)। মৃত ব্যক্তির রুহ নির্দিষ্ট রাতে উপস্থিত হওয়া এবং সাহায্য চাওয়ার কোন প্রমাণ নেই। একটি হাদীস ইবনে 'আব্বাস (রাযি.) হতে বর্ণিত, বায়হাকী কিতাবে যা হাফেয সুয়ূতী সাহেব 'শারহুস সুদূর' কিতাবে মৃত ব্যক্তি কবরে কি উপায়ে উপকৃত হয় ঐ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, যে হাদীসটা স্বয়ং বায়হাকী রিওয়ায়াত করার পর গরীব— অপরিচিত হাদীসের অন্তর্ভুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন। হাদীসটা নিম্নরূপ :

মৃত ব্যক্তি তার কবরে ঐরূপ অবস্থায় থাকে যেমন কোন ডুবন্ত ব্যক্তি পানিতে ডুবতে থাকে আর বাঁচার জন্য ফরিয়াদ করতে থাকে; অনুরূপ মৃত ব্যক্তি তার পিতা-মাতা, সন্তান অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য বন্ধুর পক্ষ হতে দু'আ পাবার অপেক্ষা করতে থাকে— (শারহুস সুদূর ৩০৫ পৃঃ)। এ হাদীসটা সনদের দিক দিয়ে অস্তিত্ব থাকুক আর না থাকুক, এতে এটুকু প্রমাণ করে যে, মৃত ব্যক্তি তাদের কবরে মাতা-পিতা, সন্তান বা বিশ্বস্ত বন্ধুদের দু'আর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে এবং সন্তানদের বা মু'মিন ভাইদের পক্ষ হতে কৃত দু'আ দ্বারা পিতা-মাতা উপকৃত হওয়ার কথা অন্যান্য সহীহ হাদীস হতে প্রমাণিত।

দীন ইসলাম রাব্বুল 'আলামীনের পক্ষ হতে তাঁর সকল বান্দার জন্য নি'আমাত; সকল যুগে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য। হিন্দু শাস্ত্রের ন্যায় কেবল ব্রাহ্মনই বেদবাণী উচ্চারণ করবে অন্যরা নয়— এভাবে শ্রেণীগোষ্ঠীর হাতেই মুক্তি প্রার্থনা সীমাবদ্ধ থাকবে অন্যরা কেবল ব্রাহ্মনদের সেবায়ত্ন

করবে, আর ব্রাহ্মনরা জনসাধারণের জন্য প্রার্থনা, মঙ্গল কামনার দায়িত্ব নিয়ে জীবিকার্জনের ভিত্তিতে জয়মানদের বাড়ী বাড়ী দু'আ করে ফিরবে, তাদের মৃতগণকে নরক হতে উদ্ধার করে স্বর্গে পৌঁছাবে! এ সমস্ত মানবতা বিরোধী কাল্পনিক মিথ্যা দাবী বা ভাঁওতার স্থান ইসলামে নেই। হাদীসে পরিষ্কার উল্লেখ আছে, মাতা-পিতার প্রতি নেকী পৌঁছানোর উত্তম পন্থা হল সন্তানগণ তাদের জন্য দু'আ করবে। ইসলাম সার্বজনীন ধর্ম। ইমাম বুখারী তার 'আদাবুল মুফরাদ' কিতাবের প্রথমেই কুরআন তথা আল্লাহর বাণী উল্লেখ করেছেন : “আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদয় ব্যবহারের ওয়াসীয়াত নির্দেশ করেছি।” আয়াত উল্লেখের পর মাতার সাথে করণীয় ব্যবহার, পিতার সাথে করণীয় ব্যবহার, মাতা-পিতার পক্ষ হতে সন্তানের প্রতি বিরূপ আচরণ হলেও তাদের অসম্মতিতে জান্নাতে প্রবেশের হুকুম না হতে পারার দুর্ভাগ্য ইত্যাদি বর্ণনার পর বলেছেন : পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সম্পর্কে নেকী করার উপায় অধ্যায়ে সাহাবী আবু উসাইদ (রাযি.) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। একজন লোক আল্লাহর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার ব্যাপারে কিছু কি অবশিষ্ট আছে যা তাদের মৃত্যুর পরও করা যায়? আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

হ্যাঁ, চারটি বিষয় আছে— তাদের জন্য দু'আ করা এবং ইসতিগফার করা, তাদের কোন ব্যাপারে ওয়া'দা অঙ্গীকার থাকলে তা পূরণ করা, তাদের ভালবাসার বন্ধুদের সম্মান করা, আর মাতৃকূল ও পিতৃকূল আত্মীয়দের প্রতি সদয় ব্যবহার করা।

আবু হুরাইরাহু (রাযি.) একটা মাওকুফ হাদীস (যা মারফু'রূপে গ্রহণীয়) এ মর্মে বর্ণনা করেছেন, মৃত ব্যক্তিদের তাদের পরবর্তী জীবনে তাদের প্রাপ্তব্য মর্যাদা অপেক্ষা উঁচু মর্যাদা দেয়া হয়, এতে তারা রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে আবেদন করে :

ইয়া রব! এই সম্মানিত মর্যাদার হেতু কি? তখন রাব্বুল 'আলামীনের পক্ষ হতে বলা হয়, “তোমার পুত্র তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করে” অর্থাৎ ইসতিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করে “রাব্বিগ ফিরলী ওয়ালি ওয়ালি



দাইয়া” বলতে থাকে- (আল-আদাবুল মুফরাদ, ৯ম পৃষ্ঠা, ছাপা মিসর, তা-যী থ্রেস, ১৩৪৯ হিজরী)। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের কবরে নেকী পৌছে তাদের আত্মার উপকার সাধন সুন্নাতে মুহাম্মাদীয়া হতে প্রমাণিত। এহেন সরল-সহজ-সোজা পথ থাকতে সিওম, চেহলাম, ফাতিহাখানির বিদ‘আত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গলদ পথের পথিক হওয়ার প্রবণতা যাদের মধ্যে আছে তারা রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতের প্রতি চরম শ্রদ্ধা তথা দীন ইসলামের শ্রদ্ধায় লিপ্ত।

পঞ্চম রাশেদ খলীফা এবং মিল্লাতে মুহাম্মাদীয়ার প্রথম মুজ্জাদিদের আসনে অলংকৃত, খলীফা ‘উমার ইবনে ‘আবদুল ‘আযীয (রহ.) (মৃত্যু ১০১ হিজরী) বলতেন : দুনিয়ার বুকে রিসালাতের সূর্যোদয়ের পর প্রত্যেক ফাযীলাতওয়ালার ফাযীলাতের চালু বাজার অচল হয়ে গেছে। মুনাফিকের যবান বন্ধ, বাকপটুরা নিশ্চুপ ও নিস্তব্ধ। কুরআনের পর আমাদের কোন কিতাব নেই, মুহাম্মাদ রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পর আমাদের কোন নাবী নেই। তিনি সুন্নাতের বিশেষ করে আবু বাকার, উমার (রাযি.)-এর যুগে প্রচলিত ইসলামী তরীকা অনুসরণের প্রতি জোর ত্যাগ দিয়ে বলতেন :

“যারা ইসলামের মধ্যে নতুন তরীকার আবিষ্কারক তারা রাসূলের সুন্নাতের সাথে যুদ্ধকারী। যারা সুন্নাতে রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আলোকে চলে তারা সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে। আর এটাই বাঁচার একমাত্র পথ। আর যারা ইসলামে নিজেদের রায়, কিয়াস যুক্তি দ্বারা নতুন পথ খুলেছে তারা মু‘মিনদের বিপরীত পথের পথিক। তাদের দায়িত্বেই ঐ বোঝা বহন করানো হবে। ঐ সুন্নাতের বিপরীত পথে চলায় তারা জাহান্নামে পৌঁছবে।” (আল বিদায়া ওয়ান নেহায়া ৯ম খণ্ড, ২১৬-২১৭ পৃষ্ঠা, হিলয়াতুল আওলিয়া কিতাবের ৫ম খণ্ডে সনদসহ ঐ ধরনের কথাগুলি বর্ণিত ৩৩৮-৩৩৯ পৃষ্ঠা)

অতএব সন্তান তার পিতা-মাতার জন্য সাদাকা করবে; এটাই শরীয়াত সম্মত। যদি তার উপর হাজ্জ ফরয হয়ে থাকে আর সে হাজ্জ করতে না পারে- পথের অসুবিধা অথবা সরকারী কোটার ভিত্তিতে বাদ পড়ার কারণে- তাহলে তার সন্তান তার পক্ষে হাজ্জ করবে। হাজ্জের যাবতীয় আহকাম পুরা



করবে; হাজ্জের কুরবানীও তার পক্ষে করবে। হাজ্জের ব্যাপারে যে দু'আ নির্ধারিত আছে তা পাঠ করবে। এতে দৈহিক 'ইবাদাত, আর্থিক ইবাদাত ও মৌখিক ইবাদাত সব কিছুই মৃতের জন্য করা বৈধ হবে। তাই বলে সাধারণভাবে যে কুরবানী করা হয় তা মৃত ব্যক্তির নামে করা আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে প্রমাণিত হয়নি।

## মৃতের নামে কুরবানী করতঃ ইসালে সাওয়াব করার বর্ণনা

মৃতের কবরে নেকী পৌছানো সম্পর্কে যে সব হাদীস সহীহ-শুদ্ধরূপে বর্ণিত ও প্রমাণিত তার মধ্যে একটি হাদীসও নেই যে, মৃতের নামে তার সন্তান বা পিতা-মাতা অথবা স্বামী বা ভাই-বেরাদার কেউ কুরবানী করলে তাকে ঐ সাওয়াব পৌছানো হবে। যে সমস্ত সাহাবী মারফত মৃতের উপকারের জন্য করণীয় কার্যাবলীর হাদীসগুলি বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে একটিতেও তার নামে কুরবানী করার কথা উল্লেখ হয়নি। আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অথবা সাহাবীগণের কার্যাবলী হতে মৃতের নামে কুরবানী করার প্রমাণ নেই।

বিদ্বান ও জ্ঞানীদের মধ্যে সর্বপরিচিত ব্যক্তিত্ব হাফিয় ইমাম ইবনে কাইয়্যিম (রহ.) ও হাফিয় সুয়ূতী (রহ.)-দ্বয় মৃত ব্যক্তিদের অবস্থা সম্পর্কে দু'জনই পৃথক পৃথক অতি মূল্যবান কিতাব লিখেছেন। ইমাম ইবনে কাইয়্যিম (রহ.)-এর কিতাবের নাম 'কিতাবুর রুহ'। তার ৩য় সংস্করণ হায়দ্রাবাদে ৩২৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত- তা আমাদের নিকট আছে। তার মধ্যে জীবিতদের পক্ষ হতে মৃতের উপকার করা মর্মে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে ১৬ নং মাসআলায় ১৪৫ হতে ১৭৭ পৃষ্ঠায়। তাতে মৃতের নামে কুরবানী করতঃ ইসালে সাওয়াবের কথা সালাফ সালাহীন হতে উল্লেখ হয়নি। সুয়ূতী সাহেবের কিতাব 'শারহুস সদূর ফী আহওয়ালীল মাওতা ওয়াল কুবুর'- যা বৈরুত লেবাননে মুদ্রিত ১৪০৪ হিজরীতে। তাতে ৩০১ পৃষ্ঠা থেকে ৩১২ পৃষ্ঠায় ঐ ধরনের কথাগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কুরবানী দ্বারা মৃতের উপকার করার কথা বর্ণিত হয়নি।

হাফিয আবু বাকর আল খাল্লাল (২৩৪-৩১১ হিজরী) এর ‘কিতাবুল ওয়াকুফ’ নামে ১৯৯০ খৃস্টাব্দে সদ্য মুদ্রিত যার কপি আমার নিকট ১৯৯০ এর ২৫ আগস্ট পৌঁছে; তার ৫৫৫ পৃষ্ঠা হতে ৫৭২ পৃষ্ঠায় মৃতের উপকারে সাদাকা ইত্যাদি করার অধ্যায়ে কুরবানী করতঃ মৃতের কবরে নেকী পৌঁছানোর কোন কথা উল্লেখ নেই। কেবলমাত্র একটি রিওয়াযাত সাহাবী ‘আলী (রাযি.) মারফত বর্ণিত, যার সনদ গরীব- অপরিচিত বলে মন্তব্য করা হয়েছে। ঐ হাদীসটা সামনে রেখে মৃতের নামে কুরবানী করার কথা কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন এবং বলেছেন : মৃতের নামে কৃত কুরবানী জীবিতদের পক্ষ হতে সাদাকা, তাই ওর গোশত নিজেরা না খেয়ে সম্পূর্ণরূপে বিতরণ করে দিবে- (তিরমিযী)। আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় দু’টি করে কুরবানী করতেন, একটি নিজের ও নিজের পরিবার পরিজনদের পক্ষ হতে এবং আর একটি তাঁর ঐ সমস্ত উম্মাতের জন্য যারা কুরবানী করতে সক্ষম নয় বা যারা তাঁর জীবদ্দশায় মারা গিয়েছিলেন তাদের সকলের পক্ষ হতে। আবার কোন রিওয়াযাতে আছে একটিতেই সবাইকে শরীক করতেন। সুতরাং ঐ মারফু হাদীস হতে তা প্রমাণ করা দুষ্কর।

## ‘আলী (রাযি.) রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে কুরবানী করার জন্য বিশেষভাবে ওয়াসীয়াতপ্রাপ্ত- কথাটির আলোচনা

উল্লিখিত বিষয়ে এ আলোচনার পূর্বে একটি জরুরী বিষয় পাঠকবর্গের সামনে পেশ করা হচ্ছে। ইসলামী শাস্ত্র সংরক্ষণের ভিত্তিতে শরীয়াতী বর্ণনা যা হাদীস নামে পরিচিত তার সত্যাসত্য বা প্রকৃত অস্তিত্বের ব্যাপারে কিছু কানুন বা নীতি নির্ধারিত আছে; যাকে রিজাল শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব বলা হয়। হাদীস বর্ণনাকারী রাবীদের সত্যনিষ্ঠতা, মিথ্যা পরিহার বা অজ্ঞতাবশতঃ পূর্বকথিত বক্তব্যের উপর অন্ধের মত নির্ভর করতঃ অসত্য বিবরণ পরিবেশন ও প্রচার করা হতে যাঁরা বিরত থেকে সর্বদা সত্যকে আঁকড়ে ধরে রাখার গুণে গুণান্বিত এবং স্মরণশক্তি ও শ্রুত কথার মধ্যে দোষত্রুটি

যাচাই বাছাই করে যারা বর্ণনা করেন তারাই এ ব্যাপারে প্রশংসনীয় ও শ্রদ্ধেয়। অনুরূপ কথিত কথার সনদ যোগসূত্র ছিন্ হওয়া কিংবা ব্যক্তিগতভাবে কোন দল বা ব্যক্তির প্রতি আসক্তিবশতঃ এমন কথা পরিবেশন করে যার মধ্যে দলীয় স্বার্থ বা প্রাধান্য নিহিত থাকে কিংবা বিশেষ কোন শ্রেণীর প্রতি বৈরিভাব পরিদৃষ্ট হয় এবং বর্ণনার অর্থের গভীরে কোন ব্যক্তি ও দলের প্রতি অনুরক্ত হওয়ার প্রমাণ থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে জানতে হবে যে, সংবাদদাতা অর্থাৎ হাদীস নামে কথা বর্ণনাকারীর মধ্যে পরস্বার্থ হরণ করার ভিত্তিতে দলীয় লোভ লালসায় ক্ষণকালের জন্য হলেও স্বগোত্রকে বড় করে প্রদর্শন করানোর গভীর ভাবধারা নিহিত আছে কিনা। তাই ঐ বর্ণিত কথাগুলো ন্যায়ের দণ্ডে খুঁটিনাটি বিশ্লেষণের দাবী রাখে। যেমন ইতিহাসের কথাগুলো প্রত্যক্ষদর্শীর দৃষ্ট বস্তু যা চোখ দিয়ে দেখা যায়। স্থান ও কালের সীমার মধ্যে উপলব্ধি করা যায়। এরূপ ঘটনা বা বর্ণনার বিপরীতে সন্দেহজনক কথাগুলো সমান হতে পারে না, যেহেতু ভিন্ন মতাবলম্বীদের বর্ণনা প্রকৃত তথ্যের সাথে মিল খায় না। কেননা তারা মিথ্যা বা তাদের মনঃপুত কথাগুলো চিত্তাকর্ষক কাহিনীর রূপ দিয়ে প্রকাশ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। সে ক্ষেত্রে নিরপেক্ষভাবে, কিছু মিশ্রণ না করে শুধু নির্জলা বিবরণের সাথে সামঞ্জস্য হওয়ার বিশ্লেষণের চেষ্টা লোপ পেয়ে যায়। বরং বর্ণিত ঐ কথাগুলোতে অনেক জোড়াতালি দেয়ার প্রয়োজন পড়ে। কাজেই আমাদের ধর্মীয় বাক্য ও বর্ণনাগুলোতে সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য শরীয়াতের মূল নীতির সাথে সামঞ্জস্য কিনা তা অতি সূক্ষ্মভাবে বিচার বিবেচনার পরই গ্রহণ করার কথা কুরআনে বারবার বলা হয়েছে। নিজের বিরুদ্ধে হলেও তোমরা সত্য বল এবং যদিও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন হয় তবুও সত্য প্রকাশ কর। কোন ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ সরবরাহ করলে যথাযথ সত্যাসত্য বিচার করার পূর্বে তা গ্রহণ করো না। কেননা এমনটি হলে তোমরাই লজ্জিত হবে।

আব্বাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলার সতর্ক বাণী :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾

“হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও।” (সূরা হুজুরাত ৪৯ : ৬)

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

“হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ; যদিও ইহা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হইও না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তাহলে তোমরা যা কর আল্লাহতো তার সম্যক খবর রাখেন।”

(সূরা আন-নিসা ৪ : ১৩৫)

সুতরাং ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া মানুষের প্রকৃত সত্যবাদী হবার পরিচায়ক।  
উম্মাতে মুসলিমার মধ্যে ইয়াহুদী নীতির অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে  
ইসলামের এক শ্রেণীর শত্রুদের ষড়যন্ত্রে। ইয়াহুদগণ যেমন বলতো যে, 'ঈসা ('আ.), মূসা ('আ.)-এর ওসী ওয়াসীয়াতপ্রাপ্ত; অনুরূপ 'আলী (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওসী ছিলেন। এভাবে তাঁর পূর্বের তিন খলীফা, আবু বাকর, 'উমার, 'উসমান (রাযি.) অপেক্ষা 'আলীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রমাণের মাধ্যমে ইসলামের মূল আকীদার মূলে কুঠারাঘাত করতঃ জাতিকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করার সূক্ষ্ম মনোভাব নিয়ে সাবায়ী মিশন ও তাদের শাখা শী'আ রাফিযীরা 'আলী (রাযি.)-এর বিশিষ্ট ফাযীলাতের ব্যাপারে লক্ষ লক্ষ মিথ্যা কথা মুসলিম সমাজে প্রচার করেছে এবং তারা ঐ মিথ্যা কথা দ্বারা সুন্নীদের বিভ্রান্ত করা

নেকীর কাজ বলে মনে করে। এ কথা তারা নিজেরাই স্বীকার করেছে— (লিসানুল-মীযান ১ম খণ্ড ১১ পৃষ্ঠা)। এদের পক্ষ হতে ইতিহাস বর্ণনাকারী বা হাদীস বর্ণনাকারী রাবী এবং ন্যায় ধর্ম প্রচারক ও মুবাশ্শিগ বিভিন্ন বেশে সর্বত্র অনুপ্রবেশ করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এরা নিম্নোক্ত বহুল প্রচারিত কথাটি হাদীস বলে রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে প্রচার করে সফলতা অর্জন করেছে যে, আল্লাহর নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “আমি ইল্মের শহর; আর ‘আলী ঐ শহরের দরজা। সুতরাং যদি কেউ ‘ইল্মের শহরে প্রবেশ করতে চায় তাহলে সে যেন ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করে” অর্থাৎ ‘আলীর মাধ্যমেই ইল্ম অর্জন করার একমাত্র পথ। এই তথাকথিত বাণী দ্বারা অন্যান্য সাহাবী অপেক্ষা আলীর বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত অর্থাৎ সাহাবীগণ (রাযি.) ঐ সাথে খোদ ‘আলী (রাযি.) হতে প্রমাণিত কথার বিপরীত যে, রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরে শ্রেষ্ঠ সাহাবী আবু বাকুর সিদ্দিক (রাযি.)। ‘ইল্ম, বিদ্যাবত্তায়, জ্ঞানে, প্রজ্ঞায়, রাজনৈতিক চিন্তাধারায়, ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় দূরদৃষ্টি সম্পন্নতায় ও রাজ্য পরিচালনার নিয়মাবলীর ব্যাপারে সকল সাহাবীর উর্ধ্বে তাঁর স্থান। এরপর দ্বিতীয় খলীফা ‘উমার (রাযি.)। খোদ ‘আলী (রাযি.) বলতেন : যদি কোন ব্যক্তি আমাকে আবু বাকুর, ‘উমার অপেক্ষা উর্ধ্বে মর্যাদা দেয় তাহলে তাকে আমি সতীসাধ্বী বিদূষী রমণীকে ব্যভিচারের অপবাদে অপবাদ দেয়ার শাস্তি ৮০ দুররা প্রহার করব। অতএব “আলী (রাযি.) আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খাস ওসী ছিলেন; তাঁকে বিশেষ বিশেষ কাজের ওয়াসীয়াত করে গেছেন”— এ কথার ভিত্তিতে শী‘আ রাবী বা শী‘আ মতবাদ ভাবাপন্ন রাবীদের বর্ণনাকৃত কথাগুলো সত্যাসত্য যাচাই করা ব্যতীত গ্রহণ করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের নীতি বহির্ভূত।

আল্লাহ রাক্বুল ‘আলামীন বলেন :

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾



“এবং এ পথই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এটাই অনুসরণ করবে এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা সাবধান হও।” (সূরা আন’আম ৬ : ১৫৩)

কুরআন মাজীদে বিভিন্ন স্থানে ওয়াসীয়াত শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। কোন স্থানে আল্লাহ তাঁর বান্দাগণকে শির্ক, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় পাপকার্য বর্জন এবং যাবতীয় মঙ্গলময় কার্য সম্পাদন করার ওয়াসীয়াত করেছেন— যেমন সূরা আন’আমে।

﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ﴾

“তোমরা প্রকাশ্য এবং প্রচ্ছন্ন পাপ বর্জন কর; যারা পাপ করে তাদেরকে অচিরেই তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি দেয়া হবে।”

(সূরা আন’আম ৬ : ১২০)

কোন স্থানে পূর্বের আহলে কিতাবসহ উম্মাতে মুহাম্মাদীয়াকে আল্লাহকে ভয় করে চলার ওয়াসীয়াত করেছেন। কোন স্থানে মাতা-পিতা সম্পর্কে, কোন স্থানে মাতা-পিতাকে তাদের সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে, কোন স্থানে নাবীগণকে যে ওয়াসীয়াত করেছেন তার উল্লেখ রয়েছে। কোন স্থানে মু’মিনগণ একে অপরের যে সৎ কাজের ওয়াসীয়াত করতে থাকেন সেই কথা বলা হয়েছে, কোন স্থানে পূর্বের নাবীগণ তাদের সন্তানদের কি ওয়াসীয়াত করেছেন সে কথা বলেছেন। মোট কথা ৩০ (ত্রিশ) স্থানের অধিক জায়গায় ওয়াসীয়াত শব্দ কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। আর হাদীসেতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূলের ওয়াসীয়াতের কথা বর্ণিত হয়েছে। বিদেশে গমনেচ্ছুক ব্যক্তিকে আল্লাহকে ভয় করে চলার ওয়াসীয়াত, সেনা অফিসারগণকে যুদ্ধক্ষেত্রের নিয়মাবলী সম্পর্কে ওয়াসীয়াত, কাউকে তার অবস্থা ও শারীরিক কর্মতৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াসীয়াত, ব্যাপকভাবে বিদ্বান সাহাবীগণকে তাঁর পরবর্তী সময়ে বিদ্যা অর্জনের জন্য আগত শিক্ষার্থীগণ সম্পর্কে ওয়াসীয়াত। এভাবে অগণিত ব্যাপারে ও বিভিন্ন

বিষয়ে, রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাতকে সাধারণভাবে বিভিন্ন ব্যাপারে ওসীয়াত করেছেন। কিন্তু দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা উম্মাতে মুসলিমার সাধারণতঃ পরিচিত আকীদাকে বিভ্রান্ত করার জন্য আলী (রাযি.) একমাত্র ওয়াসীয়াতপ্রাপ্ত এই মর্মে বহু কথা হাদীসের নামে বর্ণনা ও প্রচার করেছে। ঠিক এ ধরনের বৈশিষ্ট্য প্রমাণ বহনকারী একটি হাদীস-রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পক্ষ থেকে ‘আলী (রাযি.)-কে কুরবানী করার ওসীয়াত করেছেন যা আবু দাউদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযীতে ওসীয়াত শব্দের পরিবর্তে আমারানী অর্থাৎ ‘আমায় নির্দেশ দিয়েছেন’ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম তিরমিযী তা বর্ণনা করার পর বলেছেন যে, হাদীসটি গরীব অর্থাৎ অপরিচিত, তার দ্বিতীয় কোন সূত্র নেই। অপরিচিত হবার মূলে হানাশ নামক রাবী কর্তৃক একমাত্র আলী হতে বর্ণনা। ঐ ব্যক্তি আলীর নামে এমন সব হাদীস বর্ণনা করেছেন যেগুলো নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণিত হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এছাড়া আবুল হাসনা উপনামী একজন রাবীর মাধ্যমে তা বর্ণিত। ঐ লোকটি অজ্ঞাত। ঐ ব্যক্তির মাধ্যমে শারীক-কাযী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। শারীক কাযী একজন আল্লাহভীরু ন্যায় বিচারক কাযী ছিলেন। তার কর্তৃক বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু যখন কোন অজ্ঞাত ব্যক্তির মাধ্যমে কোন হাদীস বর্ণিত হয় অথবা ‘আলীর বিশেষ ফাযীলাত সম্বলিত কথা যখন তার মাধ্যমে বর্ণিত হয় তখন রিজালের পণ্ডিতগণ তার বর্ণিত কথা গ্রহণে দ্বিধাবোধ করেছেন। তিনি যদিও শী‘আদের ন্যায় গলদ ‘আকীদার প্রবক্তা ছিলেন না, তবু শী‘আ মতবাদ ভাবাপন্ন বলে তার জীবনীতে উল্লেখ হয়েছে। আর ঐ ধরনের রিওয়ায়াতগুলো যা অন্য নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত নয়, আহলুল হাদীসগণ তা গ্রহণ করেননি। তার বর্ণিত হাদীসের মধ্যে অনেকগুলি হাদীস মুনকার রিওয়ায়াত বলে চিহ্নিত হয়েছে। এছাড়া তার শেষ জীবনে স্মরণশক্তির মধ্যে ক্রটি বিচ্যুতি ঘটে। এজন্যই তার বর্ণিত ঐ হাদীসটি গরীব বলে মন্তব্য করা হয়েছে, যা গ্রহণীয় হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়।

হাফিয ইবনে ‘আদী (২৭৭-৩৪৬ হিজরী) তার ‘আল কামিল’ কিতাবে দীর্ঘ ১৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী ঐ শারীক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

হাফিয আবু বাকর খতীব বাগদাদীর ‘তারীখে বাগদাদে’ ৯ম খণ্ডে ১৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী তাঁর জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে ২৮৫ পৃষ্ঠায় বর্ণনা পাওয়া যায় : তার জীবনের শেষ দিকে মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ায় তার বর্ণিত বহু হাদীস প্রমাণযোগ্য বলে গৃহীত হয়নি। তিরমিযী হাদীসে ‘আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (মৃত ১৮১ হিজরী) বলেন : তিনি ‘আকীদাহ ও ‘আমালের ক্ষেত্রে স্বীকৃত ইমাম- তার মন্তব্যে মৃতের নামে কুরবানী করার বৈধতা উল্লেখ হলেও সহীহ মুসলিমে মৃত ব্যক্তির উপকার করার আলোচনায় তার অন্যান্য মন্তব্য উল্লেখ হলেও কুরবানী দ্বারা উপকার করার আলোচনা হয়নি, বরং সাধারণ সাদাকাহ করার অর্থাৎ যা সাদাকাহ জারীয়া বলেই গণ্য- তাই উল্লেখ হয়েছে। তবে হ্যাঁ, যদি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করার ব্যাপারে নযর মানা থাকে তবে তা পূরণ করা যরুরী। নচেৎ সাধারণভাবে মৃতের নামে ইসালে সাওয়াব করার জন্য কুরবানী করার নিয়ম ইসলামী শারী‘আতে উল্লেখ হয়নি।

## পিতা-মাতার কবর যিয়ারাত প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসের আলোচনা

মিশকাত হাদীসে কবর যিয়ারাত অধ্যায়ে বাইহাকীর শু‘আবুল ইমান কিতাবের বরাতে মুহাম্মাদ ইবনে নু‘মান নামক রাবী মারফত মারফুরূপে বর্ণিত :

যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা অথবা তাদের একজনের কবর প্রত্যেক জুমু‘আর দিন যিয়ারাত করবে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারকারীদের মধ্যে গণ্য করা হবে। বাইহাকীর শু‘আবুল ইমান কিতাবে তা সনদসহ মুদ্রিত হয়নি এবং মিশকাতের ব্যাখ্যা সর্বজনবিদিত হানাফী আলিম আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রহ.)- এর মিরকাতের শারাহ ২য় খণ্ড ৪০৪ পৃষ্ঠায় তার সনদ সম্পর্কে আলোচনা করেননি। উপরন্তু উক্ত মুহাম্মাদ ইবনে নু‘মানকে তাবিঈ বলে উল্লেখ করে আর এক ভুল করেছেন। উক্ত ইবনে নু‘মান

তাবিঈতো নয়ই, বরং তাবিঈদের স্তর হতে তিন স্তর নিম্নের ব্যক্তি। উক্ত হাদীসটা তাবারানী সাগীরে ১৯৯ পৃষ্ঠায়, যা ১৩১১ হিজরীতে ভারতে ছাপা, সনদসহ বর্ণিত হয়েছে। তাতে মুহাম্মাদ ইবনে নু‘মান ইবনে ‘আবদুর রহমান ইয়াহইয়া ইবনুল আ‘লা হতে তিনি ‘আবদুল কারীম আবু উমাইয়াহ্ হতে, তিনি মুজাহিদ তাবিঈ হতে, তিনি সাহাবী আবু হুরাইরাহ্ হতে মারফু‘রূপে ঐ মর্মে বর্ণনা করেছেন। উক্ত ইয়াহইয়া ইবনুল আ‘লা যার মাধ্যমে মুহাম্মাদ ইবনে নু‘মান রিওয়ায়াত করেছেন ঐ ইয়াহইয়া মাতরুক এবং ঐ ইবনে নু‘মান মাজহুল বা অপরিচিত। মুজাহিদ হতে বর্ণনাকারী রাবী আব্দুল করীম আবু উমাইয়াহ্ রাবীও অতি ক্ষীণ, বিশেষ করে যখন তার মাধ্যমে তার চেয়ে দুর্বল রাবী রিওয়ায়াত করেন, সুতরাং এটা যে একেবারেই অতি ক্ষীণ রিওয়ায়াত তা নিঃসন্দেহ কথা। এ সম্পর্কে তাবিঈ মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন :

পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান যদি তাদের মৃত্যুর পর আল্লাহর নিকট নিজ কাজের জন্য অনুশোচনা বশতঃ মাতা-পিতার জন্য খালেস অন্তরে দু‘আ করতে থাকে তাহলে সে মাতা-পিতার সাথে সদ্যবহারকারী বলে গণ্য হয়— (ফায়যুল কাদির শারহু জামে সাগীর ‘আবদুর রউফ মান্নাভী ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৪১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন)। তাবিঈ ইবনে সীরীন পর্যন্ত পৌছানোর সনদ তিনি উল্লেখ করেননি। সুতরাং তা নির্ভরযোগ্য উক্তি বলে গ্রহণ করা যায় না। কেননা সাহাবী আবু হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে ঐ মর্মে বর্ণিত। তিনি তা উল্লিখিত সনদে বর্ণিত হাফিয ইবনে আবী হাতিম ‘কিতাবুল ইলাল’ ২য় খণ্ডে ২০৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, এটা একেবারেই মুনকার রিওয়ায়াত।

তাফসীরে কুরতুবী, সূরা ইয়াসীনের তাফসীরে (১৫ খণ্ড, ৩ পৃষ্ঠা) ছালাবীর তাফসীরের বরাতে আনাস (রাযি.)-এর মারফত একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

যে ব্যক্তি কবরস্থানে পৌছে সূরা ইয়াসীন পড়বে- আল্লাহ কবরবাসীর ঐ দিনের ‘আযাব হালকা করে দিবেন। আর তিলাওয়াতকারী সূরা ইয়াসীনের হরফের সংখ্যা অনুপাতে নেকী পাবে। এ রেওয়ায়াত উল্লেখ করে তিনি কোন আলোচনা করেননি; অথচ তার পূর্বে ১ম পৃষ্ঠায় সূরা

ইয়াসীনের ফাযীলাত সম্বলিত একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন- তার সনদে হারুন আবু মুহাম্মাদ নামক ব্যক্তি শায়খ মাজহুল। এ বিষয়ে সিদ্দীকে আকবার হতে বর্ণিত হাদীসটা সম্পর্কে বলেছেন যে, তা সনদের দিক দিয়ে সহীহ নয়; কিন্তু কবরে সূরা ইয়াসীন পাঠ করার রিওয়াযাতটা উল্লেখ করার পর কোন কথা বলেননি। সালাবী আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আবু ইসহাক (মৃত্যু ৪২৭ হিজরী) তার তাফসীরে অনেক গারাবেব রিওয়াযাত অর্থাৎ যেগুলোর সনদ পরিচিত নয় এরূপ রিওয়াযাত করেছেন- (আল বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া, দ্বাদশ খণ্ড ৪০ পৃষ্ঠা)। তার ঐ তাফসীরে প্রত্যেক সূরার ফাযীলাত সম্পর্কে অনেক অপরিচিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুয়ূতী (রহ.) তাফসীর দুররে মানসুরে সূরা ইয়াসীনের ফাযীলাতে ইবনুন নাজ্জারের ইতিহাসের বরাতে আবু বাক্র সিদ্দীক (রাযি.) মারফত একটি মারফু হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন তার মাতা-পিতার একজনের কবর যিয়ারাত করে সূরা ইয়াসীন পড়বে ঐ সূরার প্রত্যেক অক্ষর পরিমাণ গুনাহ ক্ষমা হবে- (৫ম খণ্ড ২৫৭ পৃষ্ঠা)। তবে সিদ্দীকে আকবারের নামে প্রচারিত কথাটি সহীহ নয় বলে ইতোপূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

### কবর যিয়ারাত প্রসঙ্গ

সাধারণভাবে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব, সকল মুসলিমের কবর যিয়ারাত করা সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, “তোমরা কবর যিয়ারাত কর, এতে তোমাদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে।” দুনিয়ার মোহে ভুলে থাকা মানুষ মাঝে মাঝে কবরস্থানে গিয়ে যিয়ারাত করে আসবে, যা নিজের জীবনকে সংযত রাখার সহায়ক হবে। কবর যিয়ারাতকালে কবরবাসীদের উদ্দেশে সালাম দেয়া ও তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ চাওয়া সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত নিম্নের দু'আগুলি উল্লেখ করা গেল। সাহাবী বুয়ায়দ ইবনে হুসাইব (রাযি.) [মৃত্যু ৬২ হিজরী] হতে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের শিক্ষা দিতেন যে, তারা যখন কবরস্থানে পৌছবে তখন বলবে :



السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا أُنْشَاءُ اللَّهُ بِكُمْ لِلْآحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ.

উচ্চারণ : আসসালা-মু 'আলাইকুম, আহলাদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা, ওয়া ইন্না- ইনশা-আল্লাহ বিকুম লালা-হিকুন নাসআলুলা-হা লানা- ওয়ালাকুমুল 'আ-ফিয়াতা। (মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

শ্লোকগীতি স্বরূপ এর অর্থ : “সালাম তোমাদের প্রতি ওহে গৃহবাসী মু'মিন মুসলিম পৌছিয়াছ আসি, আমরাও ইনশা-আল্লাহ তোমাদের কাছে আসিয়া মিলিব ঠিক কয়দিন পাছে, চাহিতেছি নিরাপত্তা আল্লাহর দরবারে, আমাদের লাগি ও তোমাদের তরে, কবর 'আযাব হতে যেন বাঁচায় সকলেরে।”

সহীহ মুসলিম হাদীস গ্রন্থে উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে কবর যিয়ারাতকালে এ দু'আ শিক্ষা দেন :

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ، مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حَقُّونَ \*

উচ্চারণ : “আসসালামু 'আলাইকুম আহলিদদিয়ারে মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা ওয়া ইয়ার্ হামুল্লাহল মুস্তাক্দিমীনা মিন্না ওয়াল মুস্তাখিরীনা ওয়া ইন্না- ইনশা-আল্লাহ বিকুম লা-হিকুনা।”

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْآثِرِ.

উচ্চারণ : আসসালা-মু 'আলাইকুম ইয়া-আহলাল্ কুবুরি, ইয়াগফিরুল্লা-হ লানা- ওয়ালাকুম, আনতুম্ সালাফুনা-; ওয়া নাহনু বিল আসারে।

প্রথম দু'আ ব্যতীত অন্য দু'টি দু'আর অর্থ কাছাকাছি বলে অনুবাদ করা হল না। তবে তিন নম্বরের হাদীসটা আবু কুদয়ানাতা ইয়াহইয়া ইবনুল মুহাম্মাব রাবীর কারণে গরীব বলে মন্তব্য করা হয়েছে। এছাড়া

বাংলা ভাষায় অন্তরের দুঃখ বেদনা নিয়ে হাত তুলে কবর ও জাহান্নামের আযাব হতে নিজের ও মৃতদের জন্য দু'আ করতে পারে। কেননা মৃতের দু'আর জন্য কোন সীমা নির্দিষ্ট করা হয়নি। (ইবনে মাজাহ)

## কবরের পার্শ্বে মৃতদের জন্য দু'আ করার নিয়ম

মৃতের জন্য কবরের পার্শ্বে দু'আ করার নিয়ম হল কিবলামুখী হয়ে মাথা বরাবর দাঁড়িয়ে হাত উঠিয়ে দু'আ করবে। সহীহ মুসলিমে উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'বাকী' কবরস্থানে পৌঁছে হাত উঠিয়ে দু'আ করেছিলেন। তাবুক যুদ্ধে সাহাবী 'আবদুল্লাহ যুলবিজদায়েনের দাফনের পর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের পার্শ্বে কিবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে দু'আ করেছিলেন। হিলয়াতুল আওলিয়া, ইবনে মাস'উদ (রাযি.) হতে আবু ওয়ায়িল শাকীক ইবনে সালামাহ্ তাবিঈ তার মাধ্যমে আল আ'মশ তাঁর মাধ্যমে সা'দ ইবনে সাল্ত তাবিঈ নির্ভরযোগ্য। (দেখুন- আল জারহু ওয়াত্ তা'দীল ২য় খণ্ড ১ম ভাগ ৮৬ পৃষ্ঠা)। তার মাধ্যমে তার নাতি-কন্যার সন্তান ইসহাক ইবনে ইবরাহীম সাদুক- (আল জারাহ ওয়াত্ তা'দীল ১ম খণ্ড ১ম ভাগ ২১১ পৃষ্ঠা)। তার আর একটি সনদ ঐ কিতাবে উল্লেখ হয়েছে যা হাসান হাদীসের অন্তর্ভুক্ত- (হিলয়াতুল আওলিয়া ১ম খণ্ড, ১২২ পৃষ্ঠা)।

অতএব মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর সঙ্গে সঙ্গে হোক বা দীর্ঘদিন পরে হোক যিয়ারাতকালে হাত উঠিয়ে দু'আ করার প্রথা সুন্নাতে মুহাম্মাদীয়া হতে প্রমাণিত, এটা অস্বীকার করা উচিত নয়। বিশেষ করে তা যখন সহীহ মুসলিম হাদীসে বর্ণিত। তবে ঐ দু'আ করাকালে হাত উঠিয়ে কি দু'আ করবে এ সম্পর্কে প্রকাশ্য শব্দে সেরূপ কিছু উল্লেখ হয়নি। আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দু'আ ঐ সাহাবীর জন্য করেছিলেন তা উম্মাতের পক্ষে সম্ভব নয়; তবে জানাযায় পঠিত দু'আ যেটা সর্বপ্রথমে আমরা উল্লেখ করেছি তা পড়া অতি উত্তম ঐ সাথে দাফনের পর পর হলে বেশ কিছুবার সুবহানাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার বলার কথা বর্ণিত আছে, যা আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লাম সাহাবী সা'দ ইবনে মু'আয রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দাফন করার পর পড়েছিলেন।

## পিতা-মাতার জন্য দু'আ

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন :

তোমার পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার কর ও তাদের পরিচর্যা কর এবং তাদের জন্য এই বলে দু'আ কর :

﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾

উচ্চারণ : রাব্বির হাম্‌হুমা- কামা- রাব্বা ইয়া-নী সাগীরা।

অর্থ : হে প্রভু! তাদের দু'জনের প্রতি রহম করুন যেমনিভাবে তারা আমার ছোটকালে লালন-পালন করেছেন। (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ : ২৪)

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾

উচ্চারণ : রাব্বিগ ফিরলী ওয়ালি ওয়া-লি দাইয়া ওয়ালিল মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াক্বুল হিসা-ব।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার পিতা-মাতা ও সকল মু'মিন মুসলিমকে কিয়ামাতের দিবসে ক্ষমা কর।

(সূরা ইব্রাহীম ১৪ : ৪১)

সল্লাল্লাহু 'আলা- খাইরি খাল্কিহী খা-তামিন নাবীযীন সাইয়িদুল মুরসালীন শাফীউল মুযনিবীন ওয়া সাল্লামা তাসলীমান কাসীরা। আল্লা- হুমাগফিরলী ওয়ালি ওয়ালি দাইয়া ওয়া লিমান দাখালা বাইতিয়া মু'মিনান ওয়ালিল মু'মিনীনা ওয়ালিনা- শিরিহা-যাল কিতাব ওয়াল মু'মিনাতি ওয়ালিল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমাতি আল আহইয়ায়ি মিনহুম ওয়াল আমওয়াত ইন্বাকা আরহামুর রা-হিমীন।



দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম রিজাল শাস্ত্রবিদ  
‘আল্লামা আবু মুহাম্মাদ ‘আলীমুদ্দীন (রহ.)

লিখিত ও অনূদিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ

০১	আম্মাপারার তরজমা ও ভাষ্য (তাফসীর)	৩০০/-
০২	আমাদের নাবী (সা) ও তাঁর আদর্শ মূল : ইমাম ইবনে কাইয়াম (রহ.), সম্পাদনা : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ	২৮০/-
০৩	রাসূলুল্লাহর (সা) সালাত আকীদা ও জরুরী মাসআলা	২৫০/-
০৪	আবু-রিসালাতুস সানিয়াহ- নামায ও উহার অপরিহার্য করণীয় (অনূদিত) মূল : ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)	৬০/-
০৫	হাজ্জ উমরাহ ও যিয়ারত (অনূদিত) মূল : আল্লামা আবদুল্লাহ বিন বায (রহ.)	১২০/-
০৬	ইসলামে বিভিন্ন দল ও উহার উৎস	১০০/-
০৭	মুসলিম জাতির কেন্দ্রবিন্দু : তাওহীদের তত্ত্ব ও সুন্নাহর গুরুত্ব	৬০/-
০৮	মৃতদের জন্য জীবিতদের করণীয়	৮০/-
০৯	হাকীকাতুস সালাত (ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহার ক্বিরাআত)	৪৫/-
১০	ইসলাম ও তাসাওউফ	৬০/-
১১	কিতাবুদ্ দু‘আ (বন্ধভাবে সালাত ও দৈনন্দিন অপরিহার্য দু‘আসমূহ) [তাহকীক ও তাখরীজসহ] সম্পাদনা : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ	১৫০/-
১২	খুৎবাতু তাওহীদ ওয়াস সুন্নাহ	১২০/-
১৩	অসূলে দীন (দীনের মৌলিক বিষয়সমূহ)	৮০/-
১৪	সূরা মুল্ক-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা	৩২/-
১৫	ইসলাম ও অর্থনীতি (বিশ্লেষণ ও সমাধান)	৬৫/-
১৬	ধর্ম ও রাজনীতি	৬০/-
১৭	মুসলিম বিশ্বে ইয়াহুদী চক্রান্ত ও সমাজতন্ত্রের রূপরেখা সম্পাদনা : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ	৩০/-
১৮	নতুন চাঁদ (বিভিন্ন দেশে চাঁদ উদয়ের তারতম্যের সমাধান)	১০/-
১৯	ইসলামের নামে সজ্ঞাস সম্পাদনা : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ	২০/-
২০	মতবাদ ও সমাধান	৫০/-
২১	শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) [কর্মময় জীবন ও সংস্কার] সম্পাদনা : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ	১৫০/-
২২	ঈমান ও আকীদা [মূল : হাফিয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী]	১০০/-
২৩	সিয়াম ও রামাযান [মূল : হাফিয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী]	১৩০/-
২৪	মহান স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টি প্রফেসর এ এইচ এম শামসুর রহমান	৩০০/-
২৫	মুসলিম বিশ্বে অমুসলিমদের অধিকার প্রফেসর ড. সাপেদু হোসাইন আল-আয়েদ (সৌদি আরব)	৮০/-
২৬	ইসলামী পানাহার ও আতিথেয়তা	৪০/-
২৭	ঈদুল আয্হা ও কুরবানী [মূল : হাফিয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী]	--

আল্লামা ‘আলীমুদ্দীন একাডেমী

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোন ও ফ্যাক্স : ৮৮০২-৮১২৫৮৮৮, মোবাইল : ০১৭২৬-৬৪৪০৬৭, ০১৭১২-৮৮৯৯৮০